

সূরা ১৩ : রা'দ মাদানী

(আয়াত : ৪৩, রুকু' : ৩)

১৩ - سورة الرعد مَدَنِيَّة

(آيَاتُهَا : ৪৩ رُكُوعَاتُهَا : ৩)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

১। আলিম লাম মীম রা,
এগুলি কুরআনের আয়াত;
যা তোমার রাব্ব হতে
তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে
তা'ই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ
এতে বিশ্বাস করেনা।

۱. اَلَمْ رَ تِلْكَ ءَايٰتُ الْكِتٰبِ
وَالَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
اَلْحَقُّ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُوْنَ

কুরআন আল্লাহর বাণী

সূরার শুরুতে যে حُرُوفٌ مُّقْطَعَاتٌ এসে থাকে সেগুলির পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরা
বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে লিখিত হয়েছে এবং সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে
যে, যে সূরাগুলির প্রথমে এই অক্ষরগুলি এসেছে সেখানে সাধারণভাবে এই
বর্ণনাই হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের লেশ
মাত্র নেই। এগুলি হচ্ছে কিতাব অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ।

এই নীতি অনুসারে এখানেও এই অক্ষরগুলির পরে আল্লাহ তা'আলা বলেন :
تِلْكَ ءَايٰتُ الْكِتٰبِ এগুলি হল কিতাব অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ। এরপর
এর উপরই সংযোগ স্থাপন করে এই কিতাবের অন্যান্য বিশেষণ বর্ণনা করা
হয়েছে যে, এটি সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুহাম্মাদের
উপর এটি অবতীর্ণ করা হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ এটি সত্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক এর
উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনা। যেমন বলা হয়েছে :

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৩) অর্থাৎ এর সত্যতা স্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল। কিন্তু মানুষের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং একগুঁয়েমী তাদেরকে ঈমানের দিকে মুখ করতে দেয়না।

২। আল্লাহই উর্ধ্বদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে, তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

۲. اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ
مُّسَمًّى ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ
تُوقِنُونَ

‘আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার’ পর্যালোচনা

আল্লাহ তা‘আলা নিজের ক্ষমতার পূর্ণতা এবং সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বিনা স্তম্ভে আকাশকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। আকাশকে তিনি যমীন হতে কতই না উঁচুতে রেখেছেন! শুধু নিজের আদেশে ওটাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যার শেষ সীমারেখার খবর কেহ রাখেনা। দুনিয়ার আকাশ, সারা যমীন এবং ওর চার পাশে পানি, বাতাস ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সব দিক থেকেই আসমান যমীন হতে সমানভাবে উঁচু রয়েছে। যমীন হতে আসমানের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ’ বছরের পথ। সবদিকেই ওটা এতটা উঁচু। ওর পুরূ ও ঘনত্বও পাঁচশ’ বছরের ব্যবধানে আছে। আবার দ্বিতীয় আকাশ এই দুনিয়ার আকাশকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রথম

আকাশ হতে দ্বিতীয় আকাশের ব্যবধানও পাঁচশ' বছরের পথ। অনুরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশও একে অপর হতে পাঁচশ' বছরের পথের দূরত্বে অবস্থিত। (আল মাজমা ১/৮৬, তিরমিযী ২/৫২৫) যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

আল্লাহ এমন যিনি সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক যমীনও রয়েছে। (সূরা তালাক, ৬৫ : ১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بَغِيرِ عَمَدٍ ثَرْوَنَهَا (স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ)। ইব্ন আব্বাস (রাঃ)

মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন : আকাশের স্তম্ভ রয়েছে বটে, কিন্তু তা দেখা যায়না। (তাবারী ১৬/৩২৪) আইয়াস ইব্ন মুআ'বিয়া (রহঃ) বলেন, আসমান যমীনের উপর গম্বুজের ন্যায় রয়েছে। অর্থাৎ তাতে কোন স্তম্ভ নেই। (তাবারী ১৬/৩২৪) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৬/৩২৫) এই উক্তিটিই কুরআনুল হাকীমের বাকরীতিরও যোগ্য বটে। এবং নিম্নের আয়াতটি দ্বারাও এটাই প্রতীয়মান হয় :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ ... الخ

এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর, তাঁর অনুমতি ছাড়া। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬৫) সুতরাং تَرْوَنَهَا এ কথা দ্বারা আকাশে স্তম্ভ না থাকার প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আসমান বিনা স্তম্ভে এই পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে এবং তোমরা তা স্বচক্ষে অবলোকন করছ। এটা হচ্ছে মহামহিমাম্বিত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই একটি নিদর্শন।

‘আরশের উপর সমাসীন’ হওয়া

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ‘অতঃপর আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন হলেন’

এর তাফসীর সূরা আ'রাফে (৭ : ৫৪) বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যেভাবে আছেন সেভাবেই থাকবেন। অবস্থা, তুলনা, সাদৃশ্য ইত্যাদি থেকে আল্লাহর সত্তা পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে।

আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে অনবরত আবর্তিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন

সূর্য ও চন্দ্র তাঁরই নির্দেশক্রমে আবর্তিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবেই আবর্তিত হতে থাকবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি : وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে : এ দু'টি এদের শেষ সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا

এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৮) বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট গন্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আরশের নীচে যা যমীনের অপর প্রান্তসীমা অতিক্রম করে ওখানে পৌঁছে। এটা এবং সমস্ত তারকা যখন এখান পর্যন্ত পৌঁছে তখন আরশ থেকে তা আরও দূরে হয়ে যায়। সঠিক কথা এই যে, যার উপর বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে তা হল, ওটা গম্বুজের মত যার ভিতর সমস্ত সৃষ্ট জীব বাস করছে। ওটা পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর ন্যায় গোলাকার নয় যেমন ওগুলির পায়া আছে এবং ওকে বহনকারী রয়েছে। যে কেহ চিন্তা গবেষণা করবে সে'ই এটা সত্য বলে মেনে নিবে। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান যাদের রয়েছে তাঁরা এই ফলাফলেই পৌঁছবেন। আল্লাহ তা'আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

এখানে শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখ করার কারণ এই যে, চলমান ৭টি (সাত) গ্রহের মধ্যে এ দু'টিই বড় ও উজ্জ্বল। সুতরাং এ দু'টিই যখন নিয়মাধীন তখন অন্যগুলিতো নিয়মাধীন হওয়া স্বাভাবিক। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ تَعْبُدُونَ

তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত কর। (সূরা

ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৭) অন্য জায়গায় এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِىَّ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ^৮
تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা ইবাদাতের জন্য তোমাদের একমাত্র রবের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। অর্থাৎ মানুষ যেন এ সব নিদর্শন দেখে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার পর পুনরায় জীবিত করবেন এবং তাঁর কাছে তাদেরকে একত্রিত করা হবে।

৩। তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়; তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

۳. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

৪। পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আগুর-কানন, শস্যক্ষেত, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা

۴. وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَبِّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ

এক শির বিশিষ্ট খেজুর-বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।

وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ
صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ
وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ
فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

পৃথিবীতে আল্লাহর নিদর্শন

উর্ধ্বজগতের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখানে নিম্ন জগতের বর্ণনা দিচ্ছেন। وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ যমীনকে দৈর্ঘ ও প্রস্থে বিস্তৃত করে আল্লাহ তা'আলাই এটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। তিনিই এতে দৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছেন। এতে নদ-নদী ও প্রস্রবণ তিনিই প্রবাহিত করেছেন। وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ এর ফলে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন রংয়ের এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল-মূলের বৃক্ষাদি সিঞ্চিত হয়ে থাকে। জোড়ায় জোড়ায় ফল-মূল তিনিই সৃষ্টি করেছেন। ওগুলির মধ্যে কোনটি মিষ্টি এবং কোনটি টক।

يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ দিন ও রাত পর্যায়ক্রমে আসা যাওয়া করছে। একটির আগমন ঘটছে এবং অপরটির প্রস্থান হচ্ছে। এইসব ব্যবস্থাপনা সেই ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহর দ্বারাই হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার এইসব নিদর্শন, নিপুণতা এবং প্রমাণাদির উপর যে ব্যক্তি চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে সে অবশ্যই সুপথ প্রাপ্ত হবে। যমীনের খণ্ডগুলি মিলিতভাবে রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বলেন : মহান আল্লাহর শক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, পৃথিবীর এক খণ্ডে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হয়, আবার আর এক খণ্ডে কিছুই জন্মো। (তাবারী ১৬/৩৩১-৩৩৩) পৃথিবীর বুক চিরে যে পানি প্রবাহিত হচ্ছে তার কোন জায়গার মাটি লাল, কোন জায়গার মাটি সাদা,

কোন মাটি কালো, কোনটি কংকরময়, কোনটা নরম, কোনটা শক্ত, কোনটা মিষ্টি, কোনটা তিতা, কোনটা বালুকাময় এবং কোনটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তারা পরস্পর পাশাপাশি মিলিত হয়ে অবস্থান করছে, অথচ তাদের গুণাগুণ সম্পূর্ণ পৃথক। মোট কথা, এটাও সৃষ্টিকর্তার মহাশক্তির নিদর্শন, যা বলে দিচ্ছে যে, কার্য সম্পাদনকারী, স্বেচ্ছাচারী এবং সারা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছেন সেই একক, অদ্বিতীয় এবং অংশীবিহীন আল্লাহ। তিনিই হচ্ছেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা'বুদ নেই এবং কোন রাব্বও নেই।

صُنُوان বলা হয় ঐ গাছকে যার কয়েকটি গুঁড়ি ও শাখা থাকে। যেমন ডালিম, ডুমুর এবং কোন কোন খেজুর গাছ। غَيْرُ صُنُوان বলা হয় ঐ গাছকে যা এইরূপ হয়না, বরং যার একটি মাত্র গুঁড়ি থাকে। এর থেকেই চাচাকে صُنُؤَالَاب বলা হয়। হাদীসেও এটা এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) বলেন : 'আপনার কি জানা নেই যে, চাচা পিতার মতই।' (মুসলিম ২/৬৭৭)

يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ একই পানি। অর্থাৎ বর্ষার পানি। অথচ স্বাদের দিক দিয়ে এবং ছোট ও বড় হওয়ার দিক থেকে ফলের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কোনটি মিষ্টি, কোনটি তিতা এবং কোনটি টক। (তিরমিযী ৮/৫৪৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। মোট কথা, বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। যেমন প্রকারে পার্থক্য, রকমে পার্থক্য, রং এ পার্থক্য, গন্ধে পার্থক্য, স্বাদে পার্থক্য, পাতায় পার্থক্য এবং তরু-তাজায় পার্থক্য। কোনটি অতি মিষ্টি এবং কোনটি অতি তিতা। কোনটি খুবই সুস্বাদু, আবার কোনটি অত্যন্ত বিষাদ। রংয়েও পার্থক্য রয়েছে। কোনটি লাল, কোনটি সাদা এবং কোনটি কালো। অনুরূপভাবে সতেজতার দিক দিয়েও পার্থক্য রয়েছে। অথচ খাদ্য হিসাবে সবই এক। ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ তা'আলার এগুলি অলৌকিক শক্তি।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ সুতরাং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য এগুলি শিক্ষণীয় বিষয়। এগুলি স্বেচ্ছাচারী আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তির পরিচয় বহন করে এবং এটাই ঘোষণা করে যে, তিনি যা চান তাই হয়। জ্ঞানীদের জন্য এই নিদর্শনগুলিই যথেষ্ট।

৫। যদি তুমি বিস্মিত হও তাহলে বিস্ময়ের বিষয় তাদের বক্তব্য : মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব? ওরাই ওদের রাব্বকে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ-শৃংখল, ওরাই জাহান্নামী এবং সেখানে ওরা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী।

۝ وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ
أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ ۚ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ
الْآغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

‘মৃত্যুর পর পুনরুত্থান’ বিশ্বাস না করা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন : হে নাবী! এই কাফিরেরা যে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে ও অবিশ্বাস করছে এতে তোমার বিস্মিত হবার কিছু নেই। এদের স্বভাব ও আচরণ এ রূপই যে, তারা এত এত নিদর্শন দেখছে, আল্লাহর বিরাট ক্ষমতার প্রমাণ তারা প্রত্যক্ষ করছে এবং এটা স্বীকারও করছে যে, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। এতদসত্ত্বেও তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করছে। তারা স্বচক্ষে দেখছে যে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে ও সৃষ্টি হচ্ছে তা আল্লাহর হুকুমেই হচ্ছে, তথাপি তারা ঈমান আনছেন। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এটা বুঝতে সক্ষম যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা বহু গুণে কঠিন এবং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা অনেক সহজ। যেমন আল্লাহ তা‘আলা এক জায়গায় বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ
بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবার সৃষ্টিতে কোন ক্লাস্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৩)
তাই আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন :

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ
কাকির। কিয়ামাতের দিন তাদের গ্রীবাদেশে শৃংখল থাকবে।
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
তারা জাহান্নামী। তারা জাহান্নামে চিরকাল
অবস্থান করবে। সেখান থেকে তারা পালাতে সক্ষম হবেনা এবং তাদেরকে
কখনও মুক্তও করা হবেনা।

৬। মঙ্গলের পূর্বে তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদিও তাদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্ব শাস্তি দানেও কঠোর।

ۖ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

অবিশ্বাসী কাকিরেরা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ
কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীরা তোমাকে বলছে : হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন করছ না কেন? যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন :

وَقَالُوا يَتَّيِّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. لَوْ مَا تَأْتِينَا
بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ. مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا
إِذَا مُنْظَرِينَ

তারা বলে : ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমিতো নিশ্চয়ই
উম্মাদ। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট মালাইকাকে হাযির করছনা কেন?
আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা
অবকাশ পাবেনা। (সূরা হিজর, ১৫ : ৬-৮) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায়
বলেন :

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِهِمُ الْعَذَابُ
وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ
لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত
তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে
আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে;
জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৫৩-৫৪)
অন্যত্র তিনি বলেন :

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত। (সূরা মা'আরিজ, ৭০
: ১) অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা
বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শূরা, ৪২ : ১৮)
আরও এক জায়গায় বলছেন :

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا

তারা বলে : হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও। (সূরা সা'দ, ৩৮ : ১৬) আর এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ قَالُوا اٰللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ اَلْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اِثْنًا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল : হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ : ৩২) ভাবার্থ এই যে, কুফরী ও অস্বীকারের কারণে আল্লাহর শাস্তি নেমে আসা অসম্ভব মনে করে এতে তারা নির্ভয় হয়ে যায় এবং শাস্তি নেমে আসার তারা আকাংখা করে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ তাদের পূর্ববর্তী এইরূপ লোকদের দৃষ্টান্ত তাদের সামনে রয়েছে। তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল বলে তাদেরকে তাঁর আযাবের দ্বারা পাকড়াও করা হয়। এটা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও সহিষ্ণুতা যে, তিনি পাপ কাজ করতে দেখেন অথচ সাথে সাথে পাকড়াও করেননা। নতুবা ভূ-পৃষ্ঠে কেহকেও তিনি চলতে ফিরতে দিতেননা। অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اَللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪৫) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ (বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল) দিন-রাত তিনি পাপ করতে দেখছেন, তবুও তিনি ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর আযাবও বড় বিপজ্জনক, অত্যন্ত কঠিন এবং বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। তাই ভয় ও আশ্বাসের বাণীসহ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ

সুতরাং এ সব বিষয়ে যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তাহলে তুমি বলে দাও : তোমাদের রাব্ব খুবই করুণাময়, আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে তাঁর শাস্তির বিধান কখনই প্রত্যাহার করা হবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৪৭) অন্যত্র তিনি বলেন :

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৬৫) তিনি আরও বলেন :

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব শাস্তি দানে ক্ষিপ্র হস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৬৭) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও : নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি! তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ : ৪৯-৫০) এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যাতে একই সাথে আশা প্রদান ও ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

৭। যারা কুফরী করেছে তারা বলে : তার রবের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়না কেন? হে নাবী! কথা এই যে, তুমিতো শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক।

۷. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا
أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا
أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

মূর্তি পূজকরা মু'জিয়ার দাবী করে

মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : তারা অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস করার পরেও একগুঁয়েমী ভাব নিয়ে বলে : পূর্ববর্তী নাবীগণ যেভাবে মু'জিয়া নিয়ে এসেছিলেন তেমনিভাবে এই নাবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কোন মু'জিয়া অবতীর্ণ হয়না কেন? যেমন সাফা পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দেয়া, আরাবের পাহাড়গুলিকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা, আরাব ভূমি সবুজ শ্যামল করে তোলা, ওখানে নদ-নদী প্রবাহিত করা ইত্যাদি। তাদের এ কথার উত্তরে অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৫৯)

মহান আল্লাহ বলেন : إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ তুমিতো শুধু একজন সতর্ককারী মাত্র! যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৭২) হিদায়াত করার মালিক আল্লাহ তা'আলা। এ কাজ তোমার ক্ষমতার বাইরে।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ প্রত্যেক কাওমের জন্যই পথ প্রদর্শক ও আহ্বানকারী রয়েছে। (তাবারী ১৬/৩৫৭) অথবা ভাবার্থ হবে : 'হিদায়াতকারী আমি এবং ভয় প্রদর্শনকারী তুমি।' অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَأَنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৪) কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/৩৫৬)

৮। প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা

৮. اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ

কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।	وَمَا تَغِيضُ الْأَرْضَ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ
৯। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।	۹. عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

আল্লাহই একমাত্র গাইবের খবর জানেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কোন জিনিসই তাঁর অগোচরে নেই। সমস্ত স্ত্রী লিঙ্গ তা মানুষই হোক অথবা জন্তুই হোক, ওদের গর্ভে যা রয়েছে সেই সম্পর্কে জ্ঞান বা অবগতি আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। গর্ভে কি আছে তা তিনি ভালরূপেই জানেন। অর্থাৎ পুংলিঙ্গ কি স্ত্রীলিঙ্গ, সুন্দর অথবা অসুন্দর, বেশি বয়স পাবে, নাকি কম বয়স পাবে এ সব খবর তিনি রাখেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৩২) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

خَلَقَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৬) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে, অতঃপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব নিপুণতম স্রষ্টা আল্লাহ কত কল্যাণময়! (সূরা মু'মিনুন. ২৩ : ১২-১৪)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপকরণ তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা হতে থাকে। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওটা জমাট রক্তের আকারে থাকে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওটা মাংস পিণ্ড রূপে থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলা একজন মালক প্রেরণ করেন, যাকে চারটি কথা লিখে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ওগুলি হচ্ছে : তার রিয়ক, তার বয়স, তার আমল এবং সে সৌভাগ্যশালী হবে নাকি দুর্ভাগ্য হবে। (ফাতহুল বারী ১১/৪৮৬, মুসলিম ৪/২০৩৬)

অন্য হাদীসে আছে যে, তখন মালক জিজ্ঞেস করেন : 'হে আমার রাব্ব! সে নর হবে, নাকি নারী হবে? হতভাগ্য হবে, নাকি সৌভাগ্যশালী হবে? তার জীবিকা কি হবে? তার বয়স কত হবে?' আল্লাহ তা'আলা তখন বলে দেন এবং তিনি লিখে নেন। (ফাতহুল বারী ১১/৪৮৬, মুসলিম ৪/২০৩৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'অদৃশ্যের পাঁচটি চাবী রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া কেহই জানেনা। (১) আগামীকালের খবর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ অবগত নয়। (২) জরায়ুতে যা কিছু কমে বা বাড়ে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। (৩) বৃষ্টি কখন হবে তার অবগতিও শুধুমাত্র আল্লাহরই আছে। (৪) কে কোথায় মারা যাবে এ খবরও আল্লাহ ছাড়া কেহ জানেনা। এবং (৫) কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এ খবরও একমাত্র আল্লাহই রাখেন।' (ফাতহুল বারী ৮/২২৫)

'জরায়ুতে যা কিছু কমে' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভ পড়ে যাওয়া। আর 'জরায়ুতে যা কিছু বাড়ে' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে : কিভাবে তা পূর্ণ হয় এ খবরও আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। দেখা যায় যে, কোন কোন নারী গর্ভ ধারণ করে পূর্ণ দশ মাস। আবার কেহ ধারণ করেন নয় মাস। কারও গর্ভ বাড়ে এবং কারও কমে। নয় মাস থেকে কমে যাওয়া এবং নয় মাস থেকে বেড়ে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার অবগতিতে রয়েছে। (তাবারী ১৬/৩৫৯)

কাতাদাহ (রহঃ) وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক প্রাণীরই আয়ু, রিয়ক ইত্যাদি নির্ধারিত রয়েছে। সহীহ হাদীসে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক মেয়ে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দেন যে, তাঁর এক ছেলে মৃত্যু শিয়রে উপস্থিত। সুতরাং তিনি তাঁর অবস্থান কামনা করেন। এ খবর শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মেয়ের কাছে সংবাদ পাঠান : ‘আল্লাহ যা গ্রহণ করেন তা তাঁরই এবং যা দান করেন তাও তাঁর। তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুই একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা রাখে।’ (ফাতহুল বারী ১১/৫০২)

عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ আল্লাহ তা‘আলা ঐ সব কিছুই জানেন যা তাঁর বান্দাদের থেকে গোপন রয়েছে এবং যা তাদের কাছে প্রকাশমান আছে। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি সর্বাপেক্ষা বড়। তিনি সবচেয়ে উচ্চ।

قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

জ্ঞানে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। (সূরা তালাক, ৬৫ : ১২) সমস্ত মাখলুক তাঁর কাছে বিনীত ও অবনত। এটা ইচ্ছায়ই হোক কিংবা বাধ্য হয়েই হোক।

১০। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর।

১০. سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

১১। মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে

১১. لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ

তার রক্ষণাবেক্ষণ করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক (ওয়ালা) নেই।

يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ
مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا
لَهُمْ مِنْ دُونِهِۦ مِنْ وَالٍ

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছু আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর জ্ঞান সমস্ত মাখলুককে ঘিরে রয়েছে। কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। তিনি নিম্ন ও উচ্চ শব্দ শুনতে পান। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুই জানেন। যেমন তিনি বলেন :

وَأَن تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَيَنْهَهُۥ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ

তুমি যদি উচ্চ কণ্ঠে বল, তিনিতো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ : ৭) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর তিনি তা জানেন। (সূরা নামল, ২৭ : ২৫)

আয়িশা (রাঃ) বলেন : 'ঐ আল্লাহর প্রশংসা যাঁর শ্রবণ সমস্ত শব্দকে ঘিরে রয়েছে। আল্লাহর শপথ! নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে তাঁর সাথে এমন আস্তে আস্তে কথা বলে যে, আমি পাশেই, অথচ ভালরূপে তার কথা আমার কর্ণগোচর হয়নি। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

(হে রাসূল) আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদৃষ্ট। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ১) (বুখারী ৭৩৮৫, নাসাঈ ১১৫৭০, ইবন মাজাহ ১৮৮, তাবারী ৫/২৮)

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ যে ব্যক্তি তার ঘরের কোণে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে সে এবং যে ব্যক্তি দিনের বেলায় প্রকাশ্যভাবে জনবহুল পথে চলাচল করে, আল্লাহর অবগতিতে এরা দু'জন সমান। যেমন তিনি বলেন :

أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়। (সূরা হুদ, ১১ : ৫) মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ
إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ
مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর। কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে। আর তা হতে ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬১)

মালাইকা মানুষদেরকে পাহাড়া দেন

আল্লাহ তা'আলার উক্তি : **لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ... الخ**

মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অর্থাৎ তাঁরা মানুষকে কষ্ট ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। তাদের কার্যাবলী বিধিবদ্ধ করার জন্য মালাইকার অন্য দল রয়েছে যাঁরা পর্যায়ক্রমে আসা যাওয়া করেন। রাত্রিকালের জন্য পৃথক মালাক/ফেরেশতা আছেন এবং দিবা ভাগের জন্যও পৃথক মালাক রয়েছেন। যেমন মানুষের ডানে ও বামে দু'জন মালাক মানুষের আমল লিখার জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। ডান দিকের মালাক সাওয়াব লিখেন এবং বাম দিকের মালাক পাপ লিখেন। অনুরূপভাবে তার সামনে ও পিছনে দু'জন মালাক রয়েছেন যাঁরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষ চারজন মালাইকার মধ্যে অবস্থান করে। দু'জন আমল লেখক ডানে ও বামে এবং দু'জন রক্ষণাবেক্ষণকারী সামনে ও পিছনে। যেমন একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে : 'তোমাদের কাছে মালাইকা পালাক্রমে আগমন করেন দিনে ও রাতে। ফাজর ও আসরের সালাতে উভয় দলের সাক্ষাত ঘটে। রাতে অবস্থানকারী মালাইকা রাত্রি শেষে আকাশে উঠে যান। বান্দাদের অবস্থা অবগত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন : 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ?' তাঁরা উত্তরে বলেন : 'আমরা তাদের কাছে গমনের সময় সালাত আদায় করা অবস্থায় পেয়েছি এবং বিদায়ের সময়ও তাদেরকে সালাত আদায় করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪২৬)

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তোমাদের প্রত্যেকের সাথে ভারপ্রাপ্ত সঙ্গী হিসাবে রয়েছে একজন জিন ও একজন মালাক।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার সাথেও কি?' তিনি উত্তরে বললেন : 'হ্যাঁ, আমার সাথেও রয়েছে। তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর সাহায্য করছেন। সে আমাকে ভাল ছাড়া অন্য কিছুই হুকুম করেনা।' (আহমাদ ১/৪০১, মুসলিম ২৮১৪)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বানী ইসরাঈলের কোন এক নাবীর কাছে আল্লাহ তা'আলা অহী করেন : 'তোমার কাওমকে বলে দাও : যে গ্রামবাসী কিংবা যে গৃহবাসী আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে এবং এক সময় তাঁর অবাধ্য হতে শুরু করে, আল্লাহ তাদের পছন্দনীয় জিনিসগুলিকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ঐ জিনিসগুলি তাদের কাছে আনয়ন করেন যেগুলি তারা অপছন্দ করে। অতঃপর এর সমর্থনে তিনি আল্লাহ তা'আলার

এ উক্তিটি পাঠ করেন : إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে) এই আয়াত দ্বারা এ কথার সত্যতা স্বীকৃত হয়।

<p>১২। তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী, যা ভয় ও ভরসা সঞ্চর করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ।</p>	<p>۱۲. هُوَ الَّذِي يُرِيكُم الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ</p>
<p>১৩। বজ্র ধ্বনি ও মালাইকা সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি বজ্রপাত ঘটান এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন। তথাপি ওরা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে; যদিও তিনি মহাশক্তিশালী।</p>	<p>۱۳. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ</p>

‘মেঘমালা, বিজলী, বজ্রপাত’ আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, মেঘ থেকে যে বিজলীর সৃষ্টি হয়, যার আলো অতি প্রখর তা তাঁরই আয়ত্তাধীন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আবু জাল্দকে (রহঃ) একটি চিঠি লিখে ‘আল বার্ক’ সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি জবাবে বলেন যে, তা হল পানি। (তাবারী ১৬/৩৮৭) কাতাদাহ (রহঃ) خَوْفًا وَطَمَعًا (যা ভয় ও ভরসা সঞ্চর করে) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, ইহা হল ভ্রমনকারীদের জন্য ভয় যে, তা থেকে কোন বিপদে পতিত হয় কিনা এবং তাদের পথকষ্ট বেড়ে না যায়। আর বাড়ীতে

অবস্থানকারী ব্যক্তির তা থেকে বারাকাত ও উপকার লাভের আশায় বুক বাধে যে, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ ৩৩ ওটাই ঘন মেঘ সৃষ্টি করে এবং যা পানির ভারে যমীনের নিকটবর্তী হয়। ওটা পানিতে বোঝা স্বরূপ হয়ে যায়। (তাবারী ১৬/৩৮৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ৩৪ বজ্রও তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ৩৫

এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৪) ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ (রহঃ) বলেন : আমার পিতা আমাকে বলেছেন যে, তিনি হামিদ ইব্ন আবদুর রাহমানের (রহঃ) পাশে মাসজিদে বসা ছিলেন। তখন বানী গিফার গোত্রের এক লোক মাসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হামিদ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) এক লোককে এই বলে পাঠালেন যে, তিনি যেন দয়া করে একটু সময়ের জন্য তাদের সাথে মাসজিদে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি এলে হামিদ (রহঃ) আমাকে বললেন : হে ভাতুস্পুত্র! তোমার এবং আমার মাঝখানে তাকে বসার জন্য একটু জায়গা করে দাও, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একত্রে উঠা-বসা করতেন। ঐ লোকটি এসে আমার এবং হামিদের (রহঃ) মাঝখানে বসলেন। হামিদ (রহঃ) তাকে বললেন : দয়া করে আপনি আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনা একটি হাদীস বর্ণনা করবেন কি? তিনি বললেন : গিফার গোত্রের এক লোক বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : 'আল্লাহ তা'আলা মেঘ সৃষ্টি করেন যা উত্তমরূপে কথা বলে ও হাস্য করে। (আহমাদ ৫/৪৩৫)

সম্ভবতঃ কথা বলা দ্বারা গর্জন করা এবং হাস্য করা দ্বারা বিদ্যুৎ চমকানো উদ্দেশ্য। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইবরাহীম (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘ প্রেরণ করেন এবং ওটা অপেক্ষা উত্তম কথক ও উত্তম হাস্যকারী আর কিছুই নেই। ওর হাসি হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং কথা হচ্ছে বজ্র।

বজ্রপাতের সময় আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

সা'লিম (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বজ্র ধ্বনি শুনতেন তখন নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার গণ্যব দ্বারা নিপাত করবেননা এবং আপনার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করবেননা। এবং এর পূর্বেই আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন।’ (আহমাদ ২/১০০, তিরমিযী ৯/৪১২, নাসাঈ ৬/২৩০, আদাব আল মুফরাদ ১৮৭, হাকিম ৪/২৮৬)

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বজ্রধ্বনি শুনে কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন এবং পাঠ করতেন :

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

‘আমি ঐ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি; বজ্রনির্ঘোষ ও মালাইকা সভয়ে যাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকে।’ তিনি আরও বলতেন যে, এই শব্দে দুনিয়াবাসীর জন্য বড় ত্রাসের ব্যাপার রয়েছে। (মুআত্তা মালিক ২/৯৯২, আদাব আল মুফরাদ ৭২৪)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মহামহিমাম্বিত রাব্ব বলেন : ‘যদি আমার বান্দারা পূর্ণমাত্রায় আমার আনুগত্য করত তাহলে আমি অবশ্যই তাদের উপর রাত্রিকালে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং দিনের বেলায় তাদের উপর সূর্য প্রকাশমান রাখতাম, আর বজ্রের ধ্বনি পর্যন্ত তাদেরকে শোনাতাম না’। (আহমাদ ২/৩৫৯)

يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন। এ জন্যই শেষ যুগে খুব বেশি বিজলী পতিত হবে।

এই আয়াতের শানে নুযূলে হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আরবাদ ইব্ন কাইয়িম ইব্ন যুজু ইব্ন যুলাইদ ইব্ন জাফর ইব্ন কুলাব এবং আমির ইব্ন তুফাইল ইব্ন মালিকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ লোক দু'টি আরাবের নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয় এবং তিনি যেখানে বসতেন সেখানে এসে বসে পড়ে। আমির ইব্ন

তুফাইল বলল : হে মুহাম্মাদ! আমি যদি ইসলাম কবুল করি তাহলে আমাকে কী দিবেন? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : সমস্ত মুসলিমের উপর অধিকার ও দায়িত্ব পাবে। তখন আমির বলল : 'আমরা এই শর্তে আপনাকে নাবী হিসাবে মেনে নিতে পারি যে, আপনি আমাকে পরবর্তী দায়িত্বশীল হিসাবে নিয়োগ করবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এটা তোমার অধিকারে নেই এবং তোমার লোকদেরও নেই। খুব বেশি হলে তোমাকে অশ্ববাহিনীর নেতা করা যেতে পারে। আমির বলল : আমিতো এখনই নাজ্দ এলাকার অশ্ববাহিনীর নেতা রয়েছি। আমাকে মরুভূমির উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন এবং আপনি শহরগুলির ব্যবস্থাপনায় থাকুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন : 'না (তা হবেনা)। তখন অভিশপ্ত আমির বলে : 'আল্লাহর শপথ! আমি মাদীনার চতুর্দিক সেনাবাহিনী দ্বারা অবরোধ করব।' তার এ কথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন : আল্লাহ তা'আলা তোমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হতে দিবেননা।' সুতরাং তারা নিরাশ হয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে যায়।

এরপর তারা দু'জনে পরামর্শ করল। আরবাদকে আমির বলল : আমি মুহাম্মাদের সাথে আলাপচারিতায় ব্যস্ত থাকব এবং ঐ সময় তুমি তোমার অস্ত্র দ্বারা তাঁকে আঘাত করবে। যদি তিনি মারা যান তাহলে মুসলিমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করার সাহস পাবেনা। খুব বেশি হলে এটাই হবে যে, তাদেরকে রক্তপণ দিতে হবে। আরবাদ বলল : আমি সেই রক্তপণের অর্থ প্রদান করব। এই পরামর্শের পর আবার তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে। আমির তাঁকে বলে : 'আপনি এখানে একটু আসুন! আপনার সাথে আমি কিছু আলাপ করতে চাই।' তার এ কথা শুনে তিনি তার কাছে উঠে এলেন এবং তার সাথে চললেন। এক প্রাচীরের পাদদেশে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলতে শুরু করে। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনতে থাকেন। সুযোগ পেয়ে আরবাদ তরবারীর উপর হাত রাখে। ওটাকে কোষ হতে বের করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার হাত অবশ্য করে দেন। কোন ক্রমেই সে কোষ হতে তরবারী বের করতে পারলনা। পিছন দিকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ অবস্থা দেখতে পেলেন তখন তিনি সেখান থেকে সরে আসেন। অতঃপর তারা

দু'জন মাদীনা হতে প্রস্থান করে এবং 'হাররা ওয়া'কিম' নামক স্থানে পৌঁছে থেমে যায়। কিন্তু সা'দ ইব্ন মুআ'য (রাঃ) এবং উসাইদ ইব্ন হুযাইর (রাঃ) সেখানে পৌঁছে যান। তারা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে 'রিকম' নামক স্থানে পৌঁছা মাত্রই আরবাদের উপর আকাশ থেকে বিজলী পতিত হয় এবং সেখানেই তার ভবলীলা সাজ হয়। আমির সেখান থেকে পলায়ণ করে। 'খারিম' নামক স্থানে পৌঁছা মাত্রই এক জাতীয় ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয়। বানু সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে সে রাতের জন্য আশ্রয় নেয়। সে তার ঘাড়ের ফোঁড়া স্পর্শ করত এবং সবিস্ময়ে বলত : 'এত বড় ফোঁড়া যা উটের হয়ে থাকে! হায় আফসোস! আমি সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে মারা যাব! আমি যদি নিজ বাড়ীতে থাকতাম তাহলে কতই না ভাল হত।' সে তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখান থেকে বিদায় নিল। কিন্তু পথেই সে ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ. سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে; নিশ্চয়ই

আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক (ওয়ালী) নেই। (সূরা রা'দ, ১৩ : ৮-১১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতে নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিফাযাত করার বর্ণনাও রয়েছে এবং আরবাদের উপর বিজলী পতিত হওয়ার বর্ণনাও রয়েছে। (তাবারানী ১০/৩৭৯, বুখারী ৪০৯১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ তারা আল্লাহর ব্যাপারে বাক বিতন্ডা করে। তারা তাঁর মর্যাদা ও একাত্ত্ববাদকে স্বীকার করেনা। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিরোধী ও অস্বীকারকারীদের কঠিন ও অসহনীয় শাস্তি প্রদানকারী। এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতই :

وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عِقَابُهُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে। আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। (সূরা নামল, ২৭ : ৫০-৫১)

وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ আলীর (রাঃ) মতে এর ভাবার্থ হল : তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (তাবারী ১৬/৩৯৬)

১৪। সত্যের আহ্বান তাঁরই। যারা তাঁকে ছাড়া আহ্বান করে অপরকে তারা (অপরেরা) তাদেরকে কোনই সাড়া দেয়না; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তার মুখে পানি পৌছবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত	<p>١٤. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ</p>
--	---

করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌঁছার নয়, কাফিরদের আহ্বান নিষ্ফল।	فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِيغٍ ۖ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
--	--

মুশরিকদের মিথ্যা মা'বুদ সাব্যস্ত করার দৃষ্টান্ত

আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) বলেন যে, 'আল্লাহর জন্য সত্য আহ্বান' এর দ্বারা একাত্মবাদকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৬/৩৯৮) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** উদ্দেশ্য। এরপর মুশরিক ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে :

كَبَّاسُطٌ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌঁছার নয়। যেমন আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) বলেন : কোন লোক পানির দিকে হস্ত প্রসারিত করে থাকে এই উদ্দেশ্যে যে, পানি তার মুখে পৌঁছে যাবে, অথচ তার হাতই পানি পর্যন্ত পৌঁছেনি। অতএব এরূপ কখনও হতে পারেনা। (তাবারী ১৬/৪০০) অনুরূপভাবে এই মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আহ্বান করছে এবং তাদের কাছে আশা রাখছে। কিন্তু তাদের আশা তারা কখনও পূর্ণ করতে পারবেনা, ইহকালেও না এবং পরকালেও না।

সুতরাং যেমন মুষ্টিতে পানি বন্ধকারী এবং যেমন পানির দিকে হস্ত প্রসারিতকারী পানি থেকে বঞ্চিত থাকে, তেমনই এই মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আহ্বান করছে বটে, কিন্তু তারা বঞ্চিতই থাকবে। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের কোনই উপকার লাভ করতে পারবেনা। সুতরাং তাদেরকে আহ্বান করা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

১৫। আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের	١٥. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
---	---

পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহকে সাজদাহ করে

আল্লাহ তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের সংবাদ দিচ্ছেন যে, সমস্ত কিছু তাঁর সামনে বিনয়াবনত। তাঁর সামনে সবাই বিনয় ও নীচতা প্রকাশ করে। মু'মিনরা খুশি মনে এবং কাফিরেরা বাধ্য হয়ে তাঁর সামনে সাজদাহয় পতিত হয়। তাদের ছায়াগুলি সকাল সন্ধ্যায় তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ

তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে? (সূরা নাহল, ১৬ : ৪৮)

১৬। বল : কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব? বল : তিনি আল্লাহ! বল : তাহলে কি তোমরা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে, যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? বল : অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তাহলে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করছে যারা (আল্লাহর সৃষ্টির মত) সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে

۱۶. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم
مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ
لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ
تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۚ أَمْ
جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ

বিভ্রাট ঘটিয়েছে? বল :
আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা,
তিনি এক, পরাক্রমশালী।

فَتَشَبَّهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

তাওহীদের দা'ওয়াত

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া কেহ উপাস্য নেই। এই মুশরিকরাও এর স্বীকারোক্তিকারী যে, যমীন ও আসমানের রাব্ব ও পরিচালক আল্লাহ তা'আলাই বটে। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁকে ছেড়ে অন্যান্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছে এবং তাদের উপাসনায় রত রয়েছে। অথচ তারা সবাই মিলেও কারও জন্য কোন কিছু করার ব্যাপারে অক্ষম। তারা এত অক্ষম যে, নিজেদেরই লাভ-ক্ষতির মালিক তারা নয়। সুতরাং এই মুশরিক এবং আল্লাহর ইবাদাতকারী বান্দা সমান হতে পারেনা। এরাতো অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। আর আল্লাহর এই খাঁটি বান্দারা রয়েছে আলোর মধ্যে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ
جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ
চক্ষুস্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তাহলে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করছে যারা (আল্লাহর সৃষ্টির মত) সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রাট ঘটিয়েছে? এই মুশরিকদের নির্ধারিত শরীকরা কি কোন জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, যার ফলে তাদের কাছে কঠিন হয়ে গেছে যে, কোনটার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, আর কোনটার সৃষ্টিকর্তা তাদের এই উপাস্যরা? অথচ এ রূপতো মোটেই নয়। আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত, তাঁর সমকক্ষ এবং তাঁর মত কেহই নেই। তিনি উযীর, সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এসব থেকে তাঁর সত্তা বহু উর্ধ্বে। এটাতো মুশরিকদের চরম নির্বুদ্ধিতা যে, তারা তাদের ছোট উপাস্যদেরকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট দাস মনে করা সত্ত্বেও তাদের উপাসনা করেছে। (হাজ্জের সময়) 'লাব্বাইক' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে বলে : 'হে আল্লাহ! আমরা হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, কিন্তু শুধুমাত্র ঐ অংশীদার যারা স্বয়ং আপনারই অধিকারে রয়েছে। আর যে জিনিসের তারা

মালিক সে জিনিসেরও প্রকৃত অধিকারী আপনিই।' কুরআনুল হাকীমের অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

আমরাতো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৩) তাদের এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে ইরশাদ হচ্ছে :

لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ

তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম, ৫৩ : ২৬) কুরআনুল হাকীমের এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৩-৯৫) সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও গোলাম হওয়ার দিক দিয়ে সবাই যখন সমান, তখন একে অপরের ইবাদাত করা চরম নির্বুদ্ধিতা ও স্পষ্ট অন্যায় হবেনা তো কি হবে? আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার শুরু থেকেই রাসূলদের ক্রম পরস্পরা জারী রেখেছেন। সবাই মানুষকে প্রথম শিক্ষা এই দিয়েছেন যে, আল্লাহ এক এবং ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেহই উপাসনার যোগ্য নয়। কিন্তু মানুষ তাঁদেরকে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁদের বিরোধিতা করেছে। ফলে তাদের উপর শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। এটা কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যুল্ম নয়।

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৯)

১৭। তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে নদীসমূহ

١٧. أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

ওদের পরিমাণ অনুযায়ী
প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার
উপরিস্থিত আবর্জনা বহন
করে। এভাবে আবর্জনা
উপরি ভাগে আসে যখন
অলংকার অথবা তৈজসপত্র
নির্মানের উদ্দেশ্যে কিছু
অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়
তার। এভাবে আল্লাহ সত্য
ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে
থাকেন; যা আবর্জনা তা
ফেলে দেয়া হয় এবং যা
মানুষের উপকারে আসে তা
যমীনে থেকে যায়, এভাবে
আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন।

فَسَأَلَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ
السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ
عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ
مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ
اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ
فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

সত্য স্থায়ী এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ার উদাহরণ

এখানে সত্য ও মিথ্যা, আসল ও নকল, আসলের স্থায়ীত্ব এবং নকলের
অবলুপ্তির দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে : أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
আল্লাহ তা'আলা মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ঝর্ণা, নদী, নালা ইত্যাদির মাধ্যমে
পানি প্রবাহিত হয়। কোনটা ছোট এবং কোনটা বড়। কোনটা বেশি পানি ধরে
রাখে এবং কোনটা কম। এটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে অন্তরসমূহের ও গুণগুলির তারতম্যের।
কোনটা আসমানী জ্ঞান বেশি রাখে এবং কোনটা কম রাখে। পানির স্রোতের মুখে
ফেনা উত্থিত হয়। এটা হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
সোনা, রূপা, লৌহ এবং তামার। এগুলিকে আগুনে তাপ দেয়া হয়। এগুলিতে

তাপ দিয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা অলংকার তৈরী করা হয় এবং লোহা ও তামা দ্বারা বিভিন্ন পাত্র তৈরী করা হয়। আগুনে তাপ দেয়ার সময় এগুলিতেও ফেনা জাতীয় জিনিস উথিত হয়। যেমন এ দু'টি জিনিসের ফেনা দূর হয়ে যায়, তেমনভাবে বাতিল, যা কখনও কখনও হকের উপর ছেয়ে যায়, অবশেষে তা ছাঁটাই হয়ে যায় এবং হক পৃথক হয়ে যায়। যেমন পানি থেকে ফেনা দূর হয়ে গেলে তা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যকে যেমন আগুনে তাপ দিয়ে তা থেকে ভেজালকে পৃথক করে দেয়া হয়। তখন সোনা, রূপা, পানি ইত্যাদি দ্বারা দুনিয়াবাসী উপকার লাভ করে এবং গুগুলির উপর যে ভেজাল ও ফেনা এসেছিল তার কোন নাম নিশানাও আর বাকী থাকেনা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বুঝানোর জন্য কতই না পরিষ্কার ও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, যেন মানুষ চিন্তা ও অনুধাবন করতে পারে। যেমন তিনি বলেন :

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে। (সূরা 'আনকাবূত, ২৯ : ৪৩)

সালাফগণের কেহ কেহ যখন কোন দৃষ্টান্ত বুঝতে অসমর্থ হতেন তখন তাঁরা কাঁদতে শুরু করতেন। কেননা তা বুঝতে না পারা শুধুমাত্র জ্ঞানশূন্য লোকদের জন্যই শোভা পায়।

إِنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا (রাঃ) ইবন আব্বাস আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এতে ঐ লোকদের বর্ণনা রয়েছে যাদের অন্তর বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর জ্ঞান বহনকারী। কতগুলি অন্তর এমনও আছে যেগুলিতে সন্দেহ বাকী থেকে যায়। সুতরাং সন্দেহের সাথে আমল নিরর্থক। পূর্ণ বিশ্বাসই পুরাপুরিভাবে উপকার পৌঁছিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ (যা

আবজর্না তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনে থেকে যায়) زَبَدُ শব্দ দ্বারা সন্দেহকে বুঝানো হয়েছে, যা নিরর্থক ও বাজে জিনিস। বিশ্বাসই ফলদায়ক জিনিস। এটা চিরস্থায়ী হয়। যেমন অলংকারকে আগুনে তাপ দিলে ভেজাল বা নকল জিনিস পুড়ে যায় এবং খাঁটি জিনিস বাকী থেকে যায়, তেমনই আল্লাহ তা'আলার কাছে বিশ্বাস গ্রহণীয় এবং সন্দেহ প্রত্যাখ্যাত। (তাবারী ১৬/৪১০)

কুরআন এবং সুন্নাহকে আগুন এবং পানির সাথে তুলনা করা হয়েছে

সূরা বাকারাহর প্রারম্ভে মহামহিমাম্বিত আল্লাহ মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। একটি পানির এবং অপরটি আগুনের। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ

এদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল, অতঃপর যখন তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান আলোকিত হল। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭)

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَنَرَقٌ

অথবা আকাশ হতে বারি বর্ষণের ন্যায় যাতে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎ রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯) সূরা নূরে কাফিরদের দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। একটি মরীচিকার এবং অপরটি সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকারের।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ। (সূরা নূর, ২৪ : ৩৯)

গ্রীষ্মকালে দূর থেকে মরুভূমির বালুকারাশিকে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের পানি বলে মনে হয়। এ জন্যই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে : 'কিয়ামাতের দিন ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে : 'তোমরা কি চাও?' উত্তরে তারা বলবে : 'আমরা অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং আমরা পানি চাই।' তখন তাদেরকে বলা হবে : 'তোমরা পান করার জন্য ফিরে যাচ্ছনা কেন?' এ কথা শুনে তারা জাহান্নামের দিকে ফিরে যাবে এবং দুনিয়ায় যেমন দূর থেকে মরুভূমির বালুকারাশিকে পানি বলে মনে হয় তদ্রূপ তারা সেখানে দেখতে পাবে। ওর এক অংশ অপর অংশকে দৃষ্টি করতে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৯৮, মুসলিম ৪/১৬৮) দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي خَرِّ لُّجِّيٍّ

অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়। (সূরা নূর, ২৪ : ৪০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে হিদায়াত ও জ্ঞানসহ আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত ঐ বৃষ্টির ন্যায় যা যমীনের উপর বর্ষিত হয়েছে। যমীনের এক অংশ পানি গ্রহণ করে নিয়েছে, ফলে তাতে প্রচুর পরিমাণে সবজি ও তৃণলতা জন্মেছে। দ্বিতীয় প্রকারের যমীন হচ্ছে কঠিন যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখে। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জনগণের উপকার সাধন করেন। তারা ঐ পানি নিজেরা পান করে, জীবজন্তুকে পান করায় এবং জমিতে সেচ করে ফসল ফলায়। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে কংকরময় ভূমি। না তাতে পানি জমে থাকে, না কোন ফসল উৎপন্ন হয়। প্রথমটির দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির যে দীনের জ্ঞান লাভ করেছে এবং আমাকে পাঠানোর মাধ্যমে সে নিজে যে ইল্ম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। আর শেষেরটির উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির যে এ জন্য মাথাও ঘামায়নি এবং যে হিদায়াতসহ আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তা কবুলও করেনি।' (ফাতহুল বারী ১/২১১, মুসলিম ৪/১৭৮৮)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালানো। আগুন যখন ওর আশেপাশের জায়গাগুলিকে আলোকিত করল তখন প্রজাপতি ও পতঙ্গগুলি ঐ আগুনে পড়তে শুরু করল এবং এভাবে তাদের জীবন শেষ হতে লাগল। লোকটি বারবার ওগুলিকে আগুনে পড়া হতে বাধা দিতে থাকল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও বাধা না মেনে ওগুলি আগুনে পড়তেই থাকল। ঠিক এরূপই দৃষ্টান্ত আমার ও তোমাদের। আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি এবং বলছি যে, আগুন থেকে দূরে সরে যাও। কিন্তু তোমরা আমার কথা মানছনা। বরং আমার নিকট থেকে ছুটে গিয়ে আগুনেই ঝাঁপ দিচ্ছ।' (আহমাদ ২/৩১২, ফাতহুল বারী ১১/৩২৩, মুসলিম ৪/১৭৯০)

১৮। মঙ্গল তাদের, যারা তাদের রবের আস্থানে সাড়া দেয়। এবং যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়না তাদের যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্তই থাকত এবং উহার সাথে সম পরিমাণ আরও

۱۸. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا
لَهُ لَوْ اَنْ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ

থাকত তাহলে অবশ্যই তারা মুক্তিপণ স্বরূপ তা প্রদান করত; তাদের হিসাব হবে কঠোর এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস; ওটা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ
أُولَئِكَ هُمْ سُوءُ الْحِسَابِ
وَمَا أُولَئِكَ بِمُؤْمِنِينَ وَهُمْ فِي جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

মু'মিন এবং পাপীদের জন্য প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও পাপিষ্ঠদের পরিণামের খবর দিচ্ছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারী, তাঁদের আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী আমলকারী, অতীত খবরগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী উত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইন সম্পর্কে খবর দেন যে, তিনি বলেন :

أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا
وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ أَحْسَنُ ۖ وَسنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا
يُسْرًا

যে কেহ সীমা লংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিব। অতঃপর সে তার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং আমার কাছে তাকে সহজ নির্দেশ দিব। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৮৭-৮৮) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا أَحْسَنُ مَا لَهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত প্রদানও বটে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২৬) মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
ডাকে সাড়া দেয়না অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেনা, তারা কিয়ামাতের দিন এমন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে যে, যদি তাদের কাছে পৃথিবীপূর্ণ সোনা থাকে তাহলে

তারা তাদের মুক্তিপণ হিসাবে তা দিতেও প্রস্তুত থাকবে, এমন কি যদি আরও ঐ পরিমাণ হয় তবুও। কিন্তু কিয়ামাতের দিন না মুক্তিপণের ব্যবস্থা থাকবে, আর না বিনিময় গ্রহণ করা হবে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ সেদিন তাদের পুংখানুপুংখরূপে বিচার করা হবে। একটা ছাল বা বাকল এবং একটা শস্যেরও হিসাব নেয়া হবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ জাহান্নাম হবে তাদের আবাস এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল!

১৯। তোমার রাক্ষ হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই।

۱۹. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰؤُلَاءِ اللَّابِبِ

বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী কখনও সমান নয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : হে মুহাম্মাদ! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সরাসরি সত্য বলে জানে বা বিশ্বাস করে, তাতে তার কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকেনা, সে একটিকে আর একটির সত্যতা প্রতিপাদনকারী ও আনুকূল্যকারী মনে করে, সব খবরকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে, তোমার সত্যবাদিতার কথা অকপটে স্বীকার করে। আর দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তি, যার অন্ত চক্ষু অন্ধ, মঙ্গল বুঝেইনা এবং বুঝলেও মানেনা ও বিশ্বাস করেনা, এ দু'জন কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ : ২০) এখানেও এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে :

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? এ দু'জন সমান নয়। কথা এই যে, إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ, বুদ্ধিমান ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

২০। যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা -

۲۰. الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ

২১। আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে, ভয় করে তাদের রাব্বকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে -

۲۱. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

২২। আর যারা তাদের রবের সম্ভ্রষ্ট লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূর করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম -

۲۲. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

২৩। স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং

۲۳. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী
ও সন্তান সন্ত-তিদের মধ্যে
যারা সৎ কাজ করেছে তারাও
এবং মালাইকা/ফেরেশতারা
তাদের কাছে হাযির হবে
প্রত্যেক দরজা দিয়ে।

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ

২৪। (হাযির হয়ে তারা) বলবে
: তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ
বলে তোমাদের প্রতি শান্তি!
কতই না ভাল এই পরিণাম!

۲۴. سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ
فَنِعَمَ عُقْبَى الدَّارِ

জান্নাত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের গুণাবলী

আল্লাহ তা'আলা ঐ মহান ব্যক্তিদের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন এবং
তাদের ভাল পরিণামের খবর দিচ্ছেন যারা আখিরাতে জান্নাতের মালিক হবেন এবং
দুনিয়ায়ও যাদের পরিণাম হবে অতি উত্তম।

اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا
يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ
করেনা। তারা মুনাফিকদের মত নন যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে।
এটা মুনাফিকদেরই স্বভাব যে, তারা কোন ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবে, ঝগড়ায়
কটু বাক্য প্রয়োগ করবে, মিথ্যা কথা বলবে এবং আমানাতের খিয়ানাত করবে।

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ
রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে। আর ঐ উত্তম গুণের অধিকারী
মু'মিনদের স্বভাব এই যে, তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখেন, তাদের সাথে
সদাচরণ করেন, অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র লোকদেরকে দান করেন এবং সকলের সাথে
সদয় ব্যবহার করেন। তারা আল্লাহর নির্দেশ ক্রমেই এগুলি করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি : وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ তারা তাদের রাব্বকে ভয় করে
অর্থাৎ তারা সৎ কাজ করেন আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং অসৎ কাজ
পরিত্যাগ করেন আল্লাহর নির্দেশ মনে করেই। তারা আখিরাতে কঠোর

হিসাবকে ভয় করেন। এ জন্যই তারা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকেন, সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন, মধ্যম পথকে তারা কখনই পরিত্যাগ করেননা।

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
নাফরমানীর দিকে প্রবৃত্তি তাদেরকে আকর্ষণ করলেও তারা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আখিরাতের সাওয়াবের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার সম্বৃদ্ধি কামনা করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকেন। وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ তারা সালাতের পূর্ণ হিফাযাত করেন। رَكَعُ' ও সাজদাহর সময় শারীয়াত অনুযায়ী বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করেন। وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً আল্লাহ যাদেরকে দান করতে বলেছেন তাদেরকে তারা আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে দান করে থাকেন। দরিদ্র, অভাবী ও মিসকীন নিজেদের মধ্যকার হোক কিংবা দূর সম্পর্কীয় হোক, তাদের বারাকাত/দু'আ থেকে তারা বঞ্চিত হননা। গোপনে ও وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ প্রকাশ্যে, সময়ে-অসময়ে তারা আল্লাহর পথে খরচ করেন।

السَّيِّئَةِ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা এবং শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা দূর করেন। কেহ তাদের সাথে অসদাচরণ করলে তারা তার সাথে সদাচরণ করেন। তাদের সামনে কেহ মস্তক উত্তোলন করলে তারা মস্তক অবনত করেন। তারা অন্যদের যুল্ম সহ্য করে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন। কুরআনুল হাকীমের শিক্ষা হচ্ছে :

أَدْفَعْ بِأَلْيِّ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ

حَمِيمٌ. وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৪-৩৫)

এই রূপ লোকদের জন্যই রয়েছে উত্তম পরিণাম। সেই উত্তম পরিণাম এবং উত্তম ঘর হচ্ছে জান্নাত, যা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জান্নাতের একটি প্রাসাদের নাম 'আদন'। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

এতে থাকবেন নাবীগণ, শহীদগণ এবং হিদায়াতের ইমামগণ। ওখানে তারা তাদের প্রিয়জনকেও তাদের সাথে দেখতে পাবেন। তাদের সাথে থাকবেন তাদের মু'মিন পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন। তারা সুখে শান্তিতে অবস্থান করবেন এবং তাদের চক্ষুগুলি ঠাণ্ডা হবে। এমন কি তাদের মধ্যে কারও কারও আমল যদি তাকে ঐ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছার যোগ্যতা নাও রাখে, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং ঐ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ؕ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করাব তাদের সন্তান-সন্ততিকে। (সূরা তুর, ৫২ : ২১)

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ؕ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
দরজা দিয়ে মালাইকা যাতায়াত করবেন। এটাও আল্লাহ তা'আলার একটি নি'আমাত। এর ফলে তারা সব সময় খুশি থাকবেন এবং সুসংবাদ শুনবেন। এটাও তাদের সৌভাগ্যের কারণ যে, তারা শান্তির ঘরে নাবী, সিদ্দীক ও শহীদদের প্রতিবেশী হয়ে থাকতে পারবেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন : 'আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম কে জান্নাতে যাবে তা তোমরা জান কি?' সাহাবীগণ উত্তরে বলেন : 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে দরিদ্র মুহাজিরগণ, যারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস হতে দূরে ছিল, কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে দিন কাটাত। যাদের মনের বাসনা মনেই রয়ে গিয়েছিল এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করেছিল। আল্লাহ তাঁর মালাইকার কেহকে বলবেন : 'যাও, তাদেরকে মুবারাকবাদ জানাও।' মালাইকা বলবেন : 'হে আল্লাহ! আমরা আপনার আকাশের অধিবাসী উত্তম মাখলুক। আপনি কি আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমরা গিয়ে তাদেরকে সালাম করব এবং মুবারাকবাদ জানাব?' উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন : 'এরা হচ্ছে আমার সেই

বান্দা যারা শুধু আমারই ইবাদাত করত, আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করেনি, পার্থিব সুখ-সম্ভোগ হতে বঞ্চিত ছিল এবং কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করেছিল। তাদের কেহ মনের আশা মনে পোষণ করেই মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের সেই আশা আর পূরণ হয়নি।' তখন মালাইকা প্রতিটি দরজা দিয়ে অতি আগ্রহের সাথে তাদের দিকে যাবেন এবং বলবেন **سَلَامٌ**

عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছে বলে তোমাদের প্রতি শান্তি! কতই না ভাল এই পরিণাম! (আহমাদ ২/১৬৮)

২৫। যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস।

۲۵. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

অভিশপ্ত লোকদের বর্ণনা

যাদের জন্য রয়েছে জঘন্যতম বাসস্থান

এ আয়াতের পূর্বে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর এবার ঐ হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা মু'মিনদের বিপরীত স্বভাব বিশিষ্ট :

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার প্রতি না কোন লঙ্ঘন করত, না তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখত, আর না আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের প্রতি কোন খেয়াল রাখত। এরা হচ্ছে অভিশপ্ত দল এবং এদের পরিণাম খুবই মন্দ।

সহীহ হাদীসে এসেছে : ‘মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন তারা কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন কোন ওয়াদা করে তখন খেলাফ করে এবং যখন তাদের কাছে কোন কিছু আমানাত রাখা হয় তখন তারা খিয়ানাত করে।’ (ফাতহুল বারী ১/১১১) আর একটি রিওয়াযাতে আছে : ‘যখন কোন চুক্তি করে তখন তা ভঙ্গ করে, যখন ঝগড়া করে তখন কটু ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে।’ (ফাতহুল বারী ১/১১১) তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ এই শ্রেণীর লোক আল্লাহ তা‘আলার করুণা লাভ করবেনা এবং এদের পরিণাম হবে খুবই মন্দ। এরাই হচ্ছে জাহান্নামী দল।

وَمَا لَهُمْ بِهِمْ جَهَنَّمَ وَيَتَسَّ الْمِهَادُ

এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস; ওটা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। (সূরা রা'দ, ১৩ : ১৮)

২৬। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন কিংবা সংকুচিত করেন; কিন্তু তারা পাখির্ব জীবন নিয়েই উল্লসিত, অথচ ইহজীবনতো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র।

۲۶. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ

রিষকের বৃদ্ধি অথবা সংকুচিত করার ইখতিয়ার আল্লাহর

এখানে আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি যদি কারও জীবিকা প্রশস্ত করার ইচ্ছা করেন তা তিনি করতে পারেন। আবার কারও জীবিকা সংকীর্ণ করার ইচ্ছা করলে তাও তিনি সক্ষম। এ সব কিছু হিকমাত ও ইনসাফের সাথেই হচ্ছে। কাফিরেরা দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত নি‘আমাত লাভ করে উল্লসিত হয় এবং আখিরাত থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যায়। তারা মনে করে নিয়েছে যে, এখানকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই আসল। অথচ প্রকৃত পক্ষে এখানে তাদেরকে অবকাশ

দেয়া হয়েছে মাত্র এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে পাকড়াও করারই সূচনা হচ্ছে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أُخْسَبُونَ أَنَّمَا نُمَدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৫৫-৫৬)

মু'মিনরা যে আখিরাত লাভ করবে তার তুলনায় এই দুনিয়া উল্লেখযোগ্যই নয়। وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ অথচ ইহজীবনতো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র। এটা খুবই অস্থায়ী ও নগণ্য জিনিস। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

পার্থিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খেজুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। (সূরা নিসা, ৪ : ৭৭)
কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ আখিরাতের উপর দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অন্যত্র বলা হয়েছে :

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে থাক, অথচ আখিরাতের জীবনই উত্তম ও অবিনশ্বর। (সূরা আ'লা, ৮৭ : ১৬-১৭)

বানী ফিহর গোত্রের লোক মুসতাওরিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াটা ঠিক এই রূপ যেমন তোমাদের কেহ এই আঙ্গুলটি সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর ঐ আঙ্গুলে কতটুকু পানি উঠেছে তাতো সে দেখতেই পায়।' ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেছিলেন। (অর্থাৎ তার আঙ্গুলের পানিটুকু সমুদ্রের পানির তুলনায় যেমন, দুনিয়াও আখিরাতের তুলনায় তেমন)। (আহমাদ ৪/২২৮, মুসলিম ৪/২১৯৩)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, একদা পথে একটি ছোট কান বিশিষ্ট মৃত ভেড়াকে পড়ে থাকতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করেন : ‘এই ভেড়াটি যাদের ছিল তাদের কাছে এখন এর মূল্য যেমন, আল্লাহ তা‘আলার কাছে এই দুনিয়ার মূল্য এর চেয়েও বেশি নগণ্য।’ (মুসলিম ২৯৫৭)

<p>২৭। যারা কুফরী করেছে তারা বলে : তার রবের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়না কেন? তুমি বল : আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর অভিমুখী।</p>	<p>۲۷. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ</p>
<p>২৮। যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।</p>	<p>۲۸. الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ</p>
<p>২৯। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদেরই।</p>	<p>۲۹. الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ</p>

অবিশ্বাসী কাফিরদের মু'জিয়া দেখতে চাওয়ায় আল্লাহর সাড়া দেয়া

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উক্তি সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা বলে : পূর্ববর্তী নাবীগণের মত এই নাবী আমাদের কথা মত কোন মু'জিয়া উপস্থাপন করেন না কেন? এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা ইতোপূর্বে কয়েকবার হয়ে গেছে যে, আল্লাহর এ ক্ষমতাতো অবশ্যই আছে, কিন্তু এর পরেও যদি এরা ঈমান না আনে তাহলে তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হাদীসে এসেছে : মাক্কার লোকেরা যখন নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, তিনি যদি সাফা পাহাড়কে সোনায়ে পরিণত করতে পারেন, মাক্কা ভূমিতে নদী প্রবাহিত করতে পারেন এবং পাহাড়ী যমীনকে চাষযোগ্য জমিতে পরিবর্তিত করতে পারেন তাহলে তারা ঈমান আনবে। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী পাঠালেন : 'হে মুহাম্মাদ! আমি তাদেরকে এগুলি প্রদান করব, কিন্তু এরপরেও যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করব যা ইতোপূর্বে কারও উপর প্রদান করিনি। তুমি যদি চাও তাহলে এটাই করি, নচেৎ তুমি তাদের জন্য তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খোলা রাখতে পার।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় পন্থাটি পছন্দ করলেন। (আহমাদ ১/২৪২) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تُومِي بَل : آَللّٰهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أُنَابَ
যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর অভিমুখী। এটা সত্য কথাই যে, পথ প্রদর্শন করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহ তা'আলারই কাজ। ওটা কোন মু'জিয়া দেখার উপর নির্ভরশীল নয়। বেঈমানদের জন্য মু'জিয়া দেখানো ও ভয় প্রদর্শন করা অর্থহীন।

وَمَا تُغْنِي الْأَيْتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ : ১০১)

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَهُمْ
كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৬-৯৭)

وَلَوْ أَنَّا تَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبَلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১১) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِنْ لِلَّهِ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ۚ دَاوُدَ ۚ ۝ ১১১ ۝ ১১২ ۝ ১১৩ ۝ ১১৪ ۝ ১১৫ ۝ ১১৬ ۝ ১১৭ ۝ ১১৮ ۝ ১১৯ ۝ ১২০ ۝ ১২১ ۝ ১২২ ۝ ১২৩ ۝ ১২৪ ۝ ১২৫ ۝ ১২৬ ۝ ১২৭ ۝ ১২৮ ۝ ১২৯ ۝ ১৩০ ۝ ১৩১ ۝ ১৩২ ۝ ১৩৩ ۝ ১৩৪ ۝ ১৩৫ ۝ ১৩৬ ۝ ১৩৭ ۝ ১৩৮ ۝ ১৩৯ ۝ ১৪০ ۝ ১৪১ ۝ ১৪২ ۝ ১৪৩ ۝ ১৪৪ ۝ ১৪৫ ۝ ১৪৬ ۝ ১৪৭ ۝ ১৪৮ ۝ ১৪৯ ۝ ১৫০ ۝ ১৫১ ۝ ১৫২ ۝ ১৫৩ ۝ ১৫৪ ۝ ১৫৫ ۝ ১৫৬ ۝ ১৫৭ ۝ ১৫৮ ۝ ১৫৯ ۝ ১৬০ ۝ ১৬১ ۝ ১৬২ ۝ ১৬৩ ۝ ১৬৪ ۝ ১৬৫ ۝ ১৬৬ ۝ ১৬৭ ۝ ১৬৮ ۝ ১৬৯ ۝ ১৭০ ۝ ১৭১ ۝ ১৭২ ۝ ১৭৩ ۝ ১৭৪ ۝ ১৭৫ ۝ ১৭৬ ۝ ১৭৭ ۝ ১৭৮ ۝ ১৭৯ ۝ ১৮০ ۝ ১৮১ ۝ ১৮২ ۝ ১৮৩ ۝ ১৮৪ ۝ ১৮৫ ۝ ১৮৬ ۝ ১৮৭ ۝ ১৮৮ ۝ ১৮৯ ۝ ১৯০ ۝ ১৯১ ۝ ১৯২ ۝ ১৯৩ ۝ ১৯৪ ۝ ১৯৫ ۝ ১৯৬ ۝ ১৯৭ ۝ ১৯৮ ۝ ১৯৯ ۝ ২০০ ۝ ২০১ ۝ ২০২ ۝ ২০৩ ۝ ২০৪ ۝ ২০৫ ۝ ২০৬ ۝ ২০৭ ۝ ২০৮ ۝ ২০৯ ۝ ২১০ ۝ ২১১ ۝ ২১২ ۝ ২১৩ ۝ ২১৪ ۝ ২১৫ ۝ ২১৬ ۝ ২১৭ ۝ ২১৮ ۝ ২১৯ ۝ ২২০ ۝ ২২১ ۝ ২২২ ۝ ২২৩ ۝ ২২৪ ۝ ২২৫ ۝ ২২৬ ۝ ২২৭ ۝ ২২৮ ۝ ২২৯ ۝ ২৩০ ۝ ২৩১ ۝ ২৩২ ۝ ২৩৩ ۝ ২৩৪ ۝ ২৩৫ ۝ ২৩৬ ۝ ২৩৭ ۝ ২৩৮ ۝ ২৩৯ ۝ ২৪০ ۝ ২৪১ ۝ ২৪২ ۝ ২৪৩ ۝ ২৪৪ ۝ ২৪৫ ۝ ২৪৬ ۝ ২৪৭ ۝ ২৪৮ ۝ ২৪৯ ۝ ২৫০ ۝ ২৫১ ۝ ২৫২ ۝ ২৫৩ ۝ ২৫৪ ۝ ২৫৫ ۝ ২৫৬ ۝ ২৫৭ ۝ ২৫৮ ۝ ২৫৯ ৥

আল্লাহর স্মরণে মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি আসে

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ ۝ ১১১ ঢ় ১১২ ঢ় ১১৩ ঢ় ১১৪ ঢ় ১১৫ ঢ় ১১৬ ঢ় ১১৭ ঢ় ১১৮ ঢ় ১১৯ ঢ় ১২০ ঢ় ১২১ ঢ় ১২২ ঢ় ১২৩ ঢ় ১২৪ ঢ় ১২৫ ঢ় ১২৬ ঢ় ১২৭ ঢ় ১২৮ ঢ় ১২৯ ঢ় ১৩০ ঢ় ১৩১ ঢ় ১৩২ ঢ় ১৩৩ ঢ় ১৩৪ ঢ় ১৩৫ ঢ় ১৩৬ ঢ় ১৩৭ ঢ় ১৩৮ ঢ় ১৩৯ ঢ় ১৪০ ঢ় ১৪১ ঢ় ১৪২ ঢ় ১৪৩ ঢ় ১৪৪ ঢ় ১৪৫ ঢ় ১৪৬ ঢ় ১৪৭ ঢ় ১৪৮ ঢ় ১৪৯ ঢ় ১৫০ ঢ় ১৫১ ঢ় ১৫২ ঢ় ১৫৩ ঢ় ১৫৪ ঢ় ১৫৫ ঢ় ১৫৬ ঢ় ১৫৭ ঢ় ১৫৮ ঢ় ১৫৯ ৥

আল্লাহ তা'আলা বলেন : যাদের অন্তরে ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে, যাদের অন্তর আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তারা তাঁর যিক্র দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে, তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। বাস্তবিকই আল্লাহর যিক্র মনের প্রশান্তির কারণই বটে। এটা ঈমানদার ও সৎ লোকদের জন্য খুশি ও চক্ষু ঠাণ্ডা হওয়ার কারণ। তাদের পরিণাম ভাল। তারা মুবারাকবাদ পাওয়ার যোগ্য।

‘তূবা’ শব্দের অর্থ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ ۚ ۝ ১১১ ঢ় ১১২ ঢ় ১১৩ ঢ় ১১৪ ঢ় ১১৫ ঢ় ১১৬ ঢ় ১১৭ ঢ় ১১৮ ঢ় ১১৯ ঢ় ১২০ ঢ় ১২১ ঢ় ১২২ ঢ় ১২৩ ঢ় ১২৪ ঢ় ১২৫ ঢ় ১২৬ ঢ় ১২৭ ঢ় ১২৮ ঢ় ১২৯ ঢ় ১৩০ ঢ় ১৩১ ঢ় ১৩২ ঢ় ১৩৩ ঢ় ১৩৪ ঢ় ১৩৫ ঢ় ১৩৬ ঢ় ১৩৭ ঢ় ১৩৮ ঢ় ১৩৯ ঢ় ১৪০ ঢ় ১৪১ ঢ় ১৪২ ঢ় ১৪৩ ঢ় ১৪৪ ঢ় ১৪৫ ঢ় ১৪৬ ঢ় ১৪৭ ঢ় ১৪৮ ঢ় ১৪৯ ঢ় ১৫০ ঢ় ১৫১ ঢ় ১৫২ ঢ় ১৫৩ ঢ় ১৫৪ ঢ় ১৫৫ ঢ় ১৫৬ ঢ় ১৫৭ ঢ় ১৫৮ ঢ় ১৫৯ ৥

আল্লাহ তা'আলা বলেন : (যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদেরই) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ‘তূবা’ শব্দের অর্থ হচ্ছে আনন্দ এবং চোখের প্রশান্তি। (তাবারী ১৬/৪৩৫) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, طُوبَى (তূবা) শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘তারা যা অর্জন

করেছে তা কতইনা উত্তম!' যাহহাক (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে 'তাদের জন্য আনন্দ।' এ ছাড়া ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেছেন যে, তূবা শব্দের অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য তুলনামূলক ভাল। (বাগাবী ৩/১৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটি একটি আরাবী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে 'তোমরা ভাল জিনিস অর্জন করেছ'। (তাবারী ১৬/৪৩৫) অন্য বর্ণনায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, طوبى এর অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য এটি অতি উত্তম। (তাবারী ১৬/৪৩৫)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে আপনাকে দেখেছে এবং আপনার উপর ঈমান এনেছে তাকে মুবারাকবাদ (তূবা)।' তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'হ্যাঁ, তাকে মুবারাকবাদতো বটেই, তবে দ্বিগুণ মুবারাকবাদ (তূবা) ঐ ব্যক্তিকে যে আমাকে দেখেনি, অথচ আমার উপর ঈমান এনেছে।

একটি লোক জিজ্ঞেস করল : 'তূবা কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : 'তূবা হচ্ছে একটি জান্নাতী গাছ যা একশ' বছরের পথ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। জান্নাতীদের পোশাক ওরই বাকল থেকে বের হয়ে থাকে।' (আহমাদ ৩/৭১)

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'জান্নাতের মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যে, সওয়ারী একশ' বছর পর্যন্ত ওর ছায়ায় চলতে থাকবে তবুও তা শেষ হবেনা।' অন্য রিওয়াযাতে নূমান ইব্ন আবী আইয়াশ আল যুরাকী (রহঃ) যোগ করেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ঐ গাছের ছায়া যদি দ্রুত গতি সম্পন্ন অর্শারোহী এক শত বছর ধরে চলতে থাকে তবুও ছায়া অতিক্রম করা সম্ভব হবেনা। (বুখারী ৬৫৫২, মুসলিম ২৮২৭)

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ এবং জিন সবাই যদি একটি মাইদানে দাঁড়িয়ে যায় এবং আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি প্রত্যেকেরই সমস্ত চাহিদা পূরণ করে দিই, তাহলে আমার সাম্রাজ্যের ততটুকুই কমবে যতটুকু সমুদ্রের পানি কমে যখন তাতে সূঁই ডুবিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

খালিদ ইব্ন মাদ্দান (রহঃ) বলেন : জান্নাতের একটি গাছের নাম তূবা। তাতে স্তন রয়েছে, যা থেকে জান্নাতীদের শিশুরা দুধ পান করে থাকে। যে গর্ভবর্তী নারীর পেটের সন্তান অপূর্ণ অবস্থায় পড়ে গেছে সেই সন্তান কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত জান্নাতের নাহরে সাঁতার কাটতে থাকবে। অতঃপর তাকে চল্লিশ বছর বয়স্ক করে উঠানো হবে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩০। এভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এক জাতির প্রতি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, তাদের নিকট আবৃত্তি করার জন্য, যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি; তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। তুমি বল : তিনিই আমার রাব্ব! তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।

۳۰. كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

আমাদের নাবীকে (সাঃ) অহীর পাঠ এবং আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন : لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ হে মুহাম্মাদ! আমি যেমন তোমাকে এই উম্মাতের নিকট পাঠিয়েছি যে, তুমি তাদেরকে আমার কালাম পাঠ করে শোনাবে, তেমনই তোমার পূর্বে অন্যান্য রাসূলদেরকেও আমি পূর্ববর্তী উম্মাতদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তারাও নিজ নিজ উম্মাতের কাছে আমার বার্তা পৌছে দিয়েছিল। কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অনুরূপভাবে তোমাকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। সুতরাং তোমার মন খারাপ করা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, এ মিথ্যা প্রতিপন্থকারীদের উচিত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণামের

প্রতি লক্ষ্য করা যে, কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন! আর তোমাকে অবিশ্বাস করাতো আমার কাছে তাদেরকে অবিশ্বাস করা অপেক্ষা বেশি অপছন্দনীয়। এখন তাদের উপর কিরূপ শাস্তি বর্ষিত হয় তা তারা দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ ... الخ

শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শাইতান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সে'ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা নাহল, ১৬ : ৬৩) এবং অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ
نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ

তোমার পূর্বে বহু নাবী ও রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতঃপর তারা এই মিথ্যা প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অস্মান বদনে সহ্য করেছে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর আদেশকে পরিবর্তন করার কেহ নেই। তোমার কাছে পূর্ববর্তী কোন কোন নাবীর কিছু কিছু সংবাদ ও কাহিনীতো পৌঁছে গেছে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৩৪) ভাবার্থ হচ্ছে : তাদের এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত লোকদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং কিভাবে তাদেরকে জয়যুক্ত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ হে নাবী! তোমার কাওমের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা রাহমানকে (দয়াময় আল্লাহকে) অস্বীকার করছে। তারা আল্লাহর এই বিশেষণ ও নামকে মানছেই না।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন : হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লিখার সময় মুশরিকরা বাধা দিয়ে বলে : 'আমরা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ লিখতে দিবনা। রাহমান এবং রাহীম কি তা আমরা জানিনা।' পূর্ণ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৫/৩৯০) কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন :

قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

বল : তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামইতো তাঁর! (সূরা ইসরা, ১৭ : ১১০)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রাহমান।' (মুসলিম ৩/১৬৮২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও : তোমরা যে দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করছ তিনিই আমার রাব্ব। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি। عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। তিনি ছাড়া অন্য কেহ এর হকদার নয়।

৩১। যদি কোন কুরআন এমন হত যদ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করতনা; কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত; তাহলে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন? যারা কুফরী করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপর্যয় তাদের আশেপাশে আপতিত

۳۱. وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ
الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ
أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ بَلِّ لِلَّهِ الْأَمْرُ
جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيِسِ الَّذِينَ
ءَامَنُوا أَنْ لَّوِيَشَاءَ اللَّهُ لَهْدَى
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ
كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا

হতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ঘটবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম নন।

قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن
دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

কুরআনের মর্যাদা এবং অবিশ্বাসীদের তা বর্জন করা

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন যে, যদি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের কোনটার সাথে যদি পাহাড় স্বীয় স্থান থেকে সরে যেত, যমীন বিদীর্ণ হত এবং কাবরে মৃত ব্যক্তি কথা বলত তাহলে এই কুরআনইতো এ কাজের বেশি যোগ্য ছিল। কেননা এটি পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এতেতো এই মু'জিযা রয়েছে যে, সমস্ত দানব ও মানব মিলিত হয়েও এর সূরার মত একটি সূরাও রচনা করতে পারেনি। অথচ মুশরিকরা এই কুরআনকেও অস্বীকার করেছে। আল্লাহ বলেন :

بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি সবকিছুরই মালিক। সবই তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তিনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা।

এটা স্মরণযোগ্য বিষয় যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলিকেও 'কুরআন' বলা যেতে পারে। কারণ বর্তমানের কুরআন পূর্ববর্তী সব ধর্মীয় গ্রন্থ থেকেই নেয়া নির্যাস। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'দাউদের (আঃ) উপর কুরআনকে এত সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর নির্দেশক্রমে সাওয়ারীর আয়োজন করা হত এবং ওটা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তিনি কুরআন খতম করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া কিছুই খেতেননা।' (আহমাদ ২/৩১৪, ফাতহুল বারী ৮/২৪৮) সুতরাং এখানে কুরআন দ্বারা যাবুরকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا তাহলে কি মু'মিনদের এখনও এ বিশ্বাস হয়নি যে, সমস্ত মানুষ ঈমান আনবেনা? তাদের কি এ বিশ্বাসও হয়নি যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমান আনত? তারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে কি? এই কুরআনের পরে আর কোন মু'জিয়ার প্রয়োজন আছে কি? এর চেয়ে উত্তম, এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে পরিষ্কার এবং এর চেয়ে বেশি মনকে আকর্ষণকারী আর কোন কালাম হবে কি? উহা এমনই এক গ্রন্থ যে, যদি এটা পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে সেগুলি আল্লাহর ভয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'প্রত্যেক নাবীকে এইরূপ জিনিস দেয়া হয়েছে যে, লোকেরা ওর উপর ঈমান এনেছে। আমার এই রূপ জিনিস হচ্ছে সেই অহী যা আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা রাখি যে, কিয়ামাত দিবসে সমস্ত নাবী অপেক্ষা আমার অনুসারী বেশি হবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯) ভাবার্থ এই যে, সমস্ত নাবীর মু'জিয়া তাঁদের বিদায়ের সাথে সাথেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর মু'জিয়া তত দিনে শেষ হবেনা যতদিন দুনিয়া থাকবে। আর না এর বিস্ময়কর বিষয়গুলি শেষ হবে, না অধিক পঠনের কারণে এটি (কুরআনুল কারীম) পুরানো হবে, না এর থেকে আলেমদের চাহিদা মিটে যাবে। নিশ্চয়ই এটি মীমাংসাকারী বাণী এবং এটি নিরর্থক নয়। যে অবাধ্য একে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করবেন। যে এটি ছাড়া অন্য কিছুতে হিদায়াত অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا তাহলে কি ঈমানদারদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন? আল্লাহ তা'আলার ইখতিয়ারের ব্যাপারে কারও কিছু বলার নেই। ইচ্ছা করলে তিনি সকলকেই সুপথ প্রদর্শন করতে পারেন। আবার ইচ্ছা না করলে তিনি তা করবেননা। (তাবারী ১৬/৪৪৭)

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ কাফিরেরা এটা বরাবর লক্ষ্য করে এসেছে যে, তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আল্লাহ তা'আলা বরাবরই তাদের উপর শাস্তি আপতিত করতে

রয়েছেন কিংবা তাদের আশে পাশেই বিপর্যয় আপতিত হতেই রয়েছে। তবুও তারা কেন উপদেশ গ্রহণ করছেন? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎ পথে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ২৭) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ

তারা কি দেখছেন যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক হতে সংকুচিত করে আনছি; তবুও কি তারা বিজয়ী হবে? (সূরা আশিয়া, ২১ : ৪৪)

تَحُلُّ এর فاعل বা কর্তা হচ্ছে قَارِعَةٌ শব্দটি। এটাই প্রকাশমান এবং বাকরীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে : কাফিরদের কর্মফলের কারণে তাদের কাছে পৌঁছে যাবে ইসলামী সেনাবাহিনী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, قَارِعَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আসমানী শক্তি এবং আশে পাশে অবতরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনীসহ তাদের সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে যাওয়া এবং তাদের সাথে জিহাদ করা। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এ কথাই বলেছেন। তাদের সবারই উক্তি এটাই যে, এখানে আল্লাহর ওয়াদা দ্বারা মাক্কা বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কিয়ামাতের দিন।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হচ্ছে স্বীয় রাসূলদেরকে সাহায্য করা। এর ব্যতিক্রম হবার নয়। তাঁর রাসূল এবং তাঁর অনুসারীরা অবশ্যই ইহকালে এবং পরকালে সাহায্য প্রাপ্ত হবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

তুমি কখনও মনে করনা যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, দণ্ড বিধায়ক। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪৭)

৩২। তোমার পূর্বেও অনেক
রাসূলকে ঠাট্টা-বিত্রপ করা
হয়েছে এবং যারা কুফরী
করেছে তাদেরকে কিছু
অবকাশ দিয়েছিলাম, অতঃপর
তাদেরকে পাকড়াও
করেছিলাম; কেমন ছিল
আমার পাকড়াও!

۳۲. وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) সাত্ত্বনা দান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাত্ত্বনা দিয়ে বলছেন : وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ তোমার কাওম যে তোমাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এতে তুমি মোটেই দুঃখ ও চিন্তা করনা। তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকেও ঠাট্টা বিদ্রোপ করা হয়েছিল। فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ আমি ঐ কাফিরদেরকেও কিছুকালের জন্য টিল দিয়েছিলাম। অবশেষে তাদেরকে আমি মারাত্মকভাবে পাকড়াও করেছিলাম। আমার শাস্তির ধরণ কেমন ছিল তা তোমার জানা আছে কি? আর তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল সে সম্পর্কেও তুমি জ্ঞাত আছ কি? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ

এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতঃপর যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন সেই যালিমের রক্ষা পাবার কোন উপায় থাকবেনা।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

وَكَذَٰلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

‘এরূপই তোমার রবের পাকড়াও। তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর। (সূরা হুদ, ১১ : ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭)

৩৩। তাহলে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি অক্ষম এদের উপাস্যগুলির মত? অথচ তারা আল্লাহর বহু শরীক করেছে। তুমি বল : তোমরা তাদের পরিচয় দাও; তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেননা? না বরং ওদের ছলনা তাদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং তারা সৎ পথ হতে নিবৃত্ত হয়; আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।

۳۳. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

কোনভাবেই আল্লাহ এবং

মিথ্যা মা'বুদদের সাথে কোন সাদৃশ্য নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের আমলের রক্ষক। প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। প্রত্যেক নাফসের উপর তিনি প্রহরী। প্রত্যেক আমলকারীর ভাল ও মন্দ আমল তিনি সম্যক অবগত। কোন জিনিসই তাঁর থেকে গোপনীয় নয়। তাঁর অজান্তে কোন কাজই হয়না।

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا
كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ
কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুই
খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬১)

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা। (সূরা আন'আম,
৬ : ৫৯)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয়ক আল্লাহর
যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প
অবস্থানের স্থানকে জানেন। (সূরা হুদ, ১১ : ৬)

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِأَلِيلٍ
وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে
আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর
(আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ : ১০)

يَعْلَمُ الْسِرَّ وَخَفَى

তিনিতো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ : ৭)

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা
কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৪)

এই সব গুণের অধিকারী আল্লাহ কি তোমাদের এইসব মিথ্যা উপাস্যের মত যারা শোনেওনা, দেখেওনা? না তারা কোন জিনিসের মালিক, আর না অন্য কারও লাভ ও ক্ষতির তাদের কোন ইখতিয়ার রয়েছে? এই প্রশ্নের জবাবকে উহ্য রাখা হয়েছে। কেননা কালামের ইঙ্গিত এখানে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা হচ্ছে **وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ** আল্লাহ তা'আলার এই উক্তিটি। অর্থাৎ 'তারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের ইবাদাত করতে শুরু করেছে।

قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ তোমরা তাদের নাম বল এবং তাদের অবস্থাও বর্ণনা কর যাতে দুনিয়া জেনে নেয় যে, তাদের কোন অস্তিত্বই নেই। তোমরা কি যমীনের ঐ জিনিসগুলির খবর আল্লাহকে দিচ্ছ যা তিনি জানেননা? অর্থাৎ যাদের কোন অস্তিত্বই নেই? কেননা যদি ওগুলির কোন অস্তিত্ব থাকত তাহলে সেগুলি আল্লাহ তা'আলার অবগতির বাইরে থাকতনা। তোমরা নিজেরাই তাদের নামগুলি বানিয়ে নিয়েছ। তোমরাই তাদেরকে লাভ-ক্ষতির মালিক বলে ঘোষণা করছ এবং তাদের উপাসনা করছ। এগুলি সবই তোমাদের মনগড়া।

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعِبَادُكُمْ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى

এগুলির কতক নামমাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারাতো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে। (সূরা নাজম, ৫৩ : ২৩)

بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ না, বরং ওদের ছলনা ওদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয়। কাফিরদের চক্রান্ত ও ছলনা তাদের কাছে শোভনীয় প্রতীয়মান হচ্ছে। তারা তাদের কুফরী ও শিরকের উপর গর্ববোধ করছে। দিন-রাত তারা তাতেই মগ্ন রয়েছে। আর অন্যদেরকেও তারা ঐ দিকেই আহ্বান করছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرْءَاءَ فَرَيْنُوا لَهُمْ

আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ২৫)

শাইতানরা তাদের সামনে তাদের দুষ্কার্যকে শোভনীয় করে তুলেছে। তাদেরকে আল্লাহর পথ ও হিদায়াতের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এক কিরা'আতে **وَصَدُّوا** রয়েছে। অর্থাৎ তারা ওটাকে ভাল মনে করে অন্যদেরকে ওর ফাঁদে ফেলতে শুরু করেছে এবং রাসূলদের পথ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا

আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে কোন কিছুই করার অধিকারী নও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৪১) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেন :

إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

তুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎ পথে পরিচালিত করবেননা এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৭)

৩৪। তাদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শান্তি এবং পরকালের শান্তিতো আরও কঠোর! এবং আল্লাহর শান্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেহ নেই।

৩৪. **لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ**

৩৫। মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া

৩৫. **مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ**

হয়েছে তার উপমা এইরূপ :
 ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত,
 ওর ফলসমূহ এবং ওর ছায়া
 চিরস্থায়ী; যারা মুত্তাকী এটা
 তাদের কর্মফল, এবং
 কাফিরদের কর্মফল আগুন।

الْمُتَّقُونَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا
 تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا
 وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ

অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি এবং মু'মিনদের উত্তম প্রতিদানের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের শাস্তি এবং সৎলোকদের পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি কাফিরদের কুফরী ও শিরকের বর্ণনা দেয়ার পর তাদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তারা মু'মিনদের হাতে নিহত ও ধ্বংস হবে। وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ এর সাথে সাথেই তারা আখিরাতের কঠিন শাস্তিতে গ্রেফতার হবে, যা তাদের দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা বহুগুণে কঠিন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরস্পর লা'নতকারী স্বামী-স্ত্রীকে বলেছিলেন : 'নিশ্চয়ই দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় খুবই সহজ।' (মুসলিম ২/১১৩১) ওটা ঐরূপ যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'এখানকার অর্থাৎ দুনিয়ার শাস্তি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরকালের শাস্তি চিরস্থায়ী এবং তথাকার আগুনের তেজ এখানকার আগুন অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশি এবং সেখানকার পুরুত্ব এবং কাঠিন্য এত শক্ত যা কল্পনা করা যায়না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. وَلَا يُوثِقُ وَثْقَاهُ أَحَدٌ

সেই দিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারবেনা এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করতে পারবেনা। (সূরা ফাজ্র, ৮৯ : ২৫-২৬) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ
 سَعَوْا هَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرِنِينَ دَعَوْا
 هُنَالِكَ ثُبُورًا. لَا تَدْعُوا آلَ يَوْمٍ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. قُلْ
 أَذَلِكَ خَيْرٌ أَم جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا

বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ত্রুদ গর্জন ও হুকার এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। তাদেরকে বলা হবে : আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করনা, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর : এটাই শ্রেয়, নাকি স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে! এটাইতো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ১১-১৫) এরপর মু'মিন লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে :

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى
 وَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত : ওতে আছে নির্মল পানির নহর; আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলসমূহ ও তাদের রবের ক্ষমা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৫)

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুসুফের (সূর্যগ্রহণের) সালাত আদায় করছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনাকে লক্ষ্য করলাম যে, আপনি যেন কোন জিনিস পাবার ইচ্ছায় আপনার হাত প্রসারিত করলেন। অতঃপর আমরা দেখলাম যে, আপনি তা আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে নিলেন। এর কারণ কি?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘হ্যাঁ, আমি জান্নাত

দেখেছিলাম এবং একটা (ফলের) গুচ্ছ ভেঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। যদি আমি তা নিতাম তাহলে যতদিন এ দুনিয়া থাকত ততদিন তা থাকত এবং তোমরা তা খেতে থাকতে।' (ফাতহুল বারী ২/২৭১, মুসলিম ২/৬২৬)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'জান্নাতবাসী খাবে এবং পান করবে, কিন্তু তাদের থুথু আসবেনা, নাকে শ্লেষ্মা আসবেনা এবং প্রস্রাব ও পায়খানার প্রয়োজন হবেনা। তারা যে ঢেকুর তুলবে তা হবে মিশ্ক আম্বরের মত সুগন্ধময় এবং তাতেই খাদ্য হজম হয়ে যাবে। আর যেমনভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, তেমনিভাবে তাদের হৃদয় থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা (তাসবীহ) পাঠ হতে থাকবে। (মুসলিম ২৮৩৫)

হুমামাহ ইব্ন উকবাহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি যায়িদ ইব্ন আরকামকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন : আহলে কিতাবের একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে : 'হে আবুল কাসিম! আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, জান্নাতবাসী খাবে ও পান করবে?' তিনি উত্তরে বলেন : 'হ্যাঁ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! এখানকার একশ' জন লোকের পানাহার ও সহবাসের শক্তি সেখানকার একজন লোককে দেয়া হবে।' সে তখন বলে : 'নিশ্চয়ই যে খাবে ও পান করবে তারতো পায়খানা ও প্রস্রাবের প্রয়োজন অবশ্যই হবে, অথচ জান্নাতেতো আবর্জনা ও মালিন্য থাকতে পারেনা?' জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'না, বরং শরীর থেকে এক ধরনের ঘাম বের হবে যার মাধ্যমে সমস্ত কিছু হজম হয়ে পাকস্থলী খালি হয়ে যাবে এবং ঐ ঘামের সুগন্ধ মিশ্ক আম্বরের মত।' (আহমাদ ৪/৩৬৭, নাসাঈ ১১৭৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَفِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

এবং প্রচুর ফল-মূল যা শেষ হবেনা এবং যা নিষিদ্ধও হবেনা। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ৩২-৩৩) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

উহার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুকে থাকবে এবং এর ফল-মূল সম্পূর্ণ রূপে তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ১৪) অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; সেখানে তাদের জন্য পবিত্রা সহধর্মিণীগণ রয়েছে এবং আমি তাদেরকে সুবিস্তৃত ছায়া শীতল স্থানে প্রবেশ করাব। (সূরা নিসা, ৪ : ৫৭)

কুরআনুল কারীমে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এক সাথে এসেছে যাতে মানুষের মধ্যে জান্নাতের আশ্রয় ও জাহান্নামের ভয় জন্মে। এখানেও আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও সেখানের কতগুলি নি'আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর বলছেন :

এই পরিণাম হচ্ছে تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ
আল্লাহভীরু লোকদের। পক্ষান্তরে কাফিরদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ
জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ : ২০)

৩৬। আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল ওর কতক অংশ অস্বীকার করে। তুমি বল : আমি তো আল্লাহরই ইবাদাত করতে ও তাঁর কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি; আমি তাঁরই প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।

۳۶. وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ
بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ
أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ
أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَعَابِ

৩৭। আর এভাবে আমি ইহা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বিধান, আরাবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবেনা।

۳۷. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا
عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْإِلْمِ مَا لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

**রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রতি যে অহী নাযিল হয়েছে তাতে
সত্যবাদী আহলে কিতাবীরা উৎফুল্ল হয়েছে**

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন :
وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ (আসমানী) কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং যারা ওর উপর আমলকারী, তারা তোমার উপর কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হওয়ায় খুশি হচ্ছে। কেননা স্বয়ং তাদের কিতাবে এর সুসংবাদ ও সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

আমি যাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১২১) অন্য আয়াতে রয়েছে :

قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ سَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

বল : তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে : আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের

রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। এবং কাঁদতে কাঁদতে তাদের মুখমণ্ডল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এতে তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি পায়। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১০৭-১০৯)

وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ তবে হ্যাঁ, ঐ দলগুলির মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা এই কুরআনের কিছু আয়াতকে স্বীকার করেনা। মোট কথা, আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক মুসলিম এবং কিছু লোক মুসলিম নয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ্ বলেন :

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৯)

أَتَقُولُ إِنَّمَا أُمرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ অতএব, হে নাবী! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাও : আমাকে শুধু এক আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এই আদেশও করা হয়েছে যে, আমি যেন তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক না করি এবং একমাত্র তাঁরই একাত্মবাদ প্রকাশ করি। এই নির্দেশই আমার পূর্ববর্তী সমস্ত নাবী ও রাসূলকে দেয়া হয়েছিল। আমি ঐ পথের দিকেই, ঐ আল্লাহরই ইবাদাতের দিকে সকলকে আহ্বান করছি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন :

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا হে নাবী! যেমন আমি তোমার পূর্বে নাবী/রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উপর আমার কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম, অনুরূপভাবে এই কুরআন, যা সুরক্ষিত ও মযবূত, তোমার ও তোমার কাওমের মাতৃভাষা আরাবীতে তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এটাও তোমার প্রতি একটা বিশেষ অনুগ্রহ যে, এই প্রকাশ্য, বিশ্লেষিত এবং সুরক্ষিত কিতাবসহ তোমাকে আমি প্রেরণ করেছি।

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও না, পশ্চাৎ হতেও না; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪২) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ হে নাবী! তোমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও আসমানী অহী এসে গেছে। সুতরাং এখনও যদি তুমি এই কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তাহলে জেনে রেখ যে, তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে কেহ রক্ষা করতে পারবেনা এবং তোমার সাহায্যের জন্য কেহই এগিয়ে আসবেনা। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুনাত এবং তাঁর পস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পরেও যে সব আলেম পথভ্রষ্টদের পস্থা অবলম্বন করে তাদেরকে এই আয়াত দ্বারা ভীষণভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩৮। তোমার পূর্বেও আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়; প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।

۳۸. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

৩৯। আল্লাহর যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁরই নিকট আছে কিতাবের মূল।

۳۹. يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

সমস্ত নাবী রাসূলগণই ছিলেন মানব সন্তান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : হে মুহাম্মাদ! তুমি যেমন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী সমস্ত রাসূলও মানুষই ছিল। তারা খাদ্য খেত এবং বাজারে চলাফিরা করত। তাদের স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিও ছিল। এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

বল : আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।
(সূরা কাহফ, ১৮ : ১১০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আমি (নফল) সিয়ামও পালন করি এবং (সময়ে) পরিত্যাগও করি, আমি (রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য) দাঁড়িয়েও থাকি আবার (সময়ে) নিদ্রাও যাই, আমি গোশত আহার করি এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। (জেনে রেখ) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।' (ফাতহুল বারী ৯/৫, মুসলিম ২/১০২০)

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন নাবীই মু'জিয়া দেখাতে পারতেননা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়।
এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অধিকারভুক্ত বিষয়। তিনি যা চান তাই করেন, যা ইচ্ছা হুকুম করেন। لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহর নিকট সহজ। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭০)

‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা নিশ্চিহ্ন করেন, অথবা অটুট রাখেন’ এর ভাবার্থ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ
নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আসমান হতে অবতারিত প্রত্যেক কিতাবের একটি নির্দিষ্ট সময় এবং একটি নির্ধারিত মেয়াদ রয়েছে। ওগুলির মধ্যে যেটাকে চান আল্লাহ তা'আলা মানসুখ বা রহিত করেন এবং

যেটাকে চান ঠিক রাখেন। সুতরাং তিনি স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এর দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আল্লাহ যা ইচ্ছা উঠিয়ে নেন এবং যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। তবে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য এবং জীবন ও মৃত্যুর উপর এটা প্রযোজ্য নয়, বরং এগুলি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এগুলিতে কোন পরিবর্তন নেই। (তাবারী ১৬/৪৭৯) মানসূর (রহঃ) বলেন, 'আমি মুজাহিদকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলাম : আমাদের কারও নিম্নরূপ দু'আ করা কি ধরনের হবে : 'হে আল্লাহ! যদি আমার নাম মু'মিনদের তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকে তাহলে তা তাদের সাথে লিপিবদ্ধ রাখুন। আর যদি পাপিষ্ঠদের তালিকাভুক্ত থাকে তাহলে তা উঠিয়ে নিন এবং মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত করুন।' উত্তরে তিনি বললেন : 'এটাতো খুব উত্তম দু'আ!' এক বছর বা তারও কিছু বেশি দিন পর তার সাথে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হলে আবার আমি তাকে উপরোক্ত প্রশ্ন করি। এবার তিনি

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝ ۳ فِيهَا এ আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন : 'কাদরের রাতে এক বছরের জীবিকা, বিপদ-আপদ নির্ধারিত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তা'আলা যা চান আগ-পিছ করে থাকেন। তবে হ্যাঁ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লিখন পরিবর্তন হয়না।' (তাবারী ১৬/৪৮০)

আল আমাশ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু ওয়াইল (রহঃ) এবং শাকীক ইব্ন সালামাহ (রহঃ) প্রায়ই নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন : 'হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে হতভাগ্য ও পাপিষ্ঠদের তালিকাভুক্ত করে থাকেন তাহলে তা মুছে ফেলুন এবং মু'মিন ও সৌভাগ্যবানদের তালিকাভুক্ত করুন। আর আপনি যদি আমাদের নাম সৎ লোকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে থাকেন তাহলে তা বাকী রাখুন। নিশ্চয়ই আপনি যা ইচ্ছা মিটিয়ে থাকেন এবং যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। প্রকৃত লিখন আপনার কাছেই রয়েছে। আপনার কাছেই রয়েছে উম্মুল কিতাব।' (তাবারী ১৬/৪৮১) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তারা বলেন যে, আল্লাহ যা চান তা মিটিয়ে দেন (বাতিল করেন), আর যা চান তা তাঁর কিতাবে রেখে দেন।

এসব উক্তির ভাবার্থ এই যে, তাকদীরের পরিবর্তন আল্লাহ তা'আলার ইখতিয়ারের বিষয়। এ ব্যাপারে সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'কোন কোন পাপের কারণে মানুষকে রক্ষী থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়, আর তাকদীরকে দু'আ ছাড়া অন্য কিছুতে পরিবর্তন করতে পারেনা এবং সাওয়াব ছাড়া অন্য কিছুতে আয়ু বৃদ্ধি করতে পারেনা।' (আহমাদ ৫/২২৭, ইব্ন মাজাহ ৯০)

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রক্তের সম্পর্ক যুক্ত করণ আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে। (মুসলিম ২৫৫৭)

এ আয়াত (১৩ : ৩৯) সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে থাকল। অতঃপর সে তাঁর অবাধ্যতার কাজে লেগে গেল এবং ওর উপরই মারা গেল। সুতরাং তার সাওয়াব মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যার জন্য ঠিক রাখা হয় সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে নাক্ষত্রমালার কাজে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জন্য তাঁর বাধ্য ও অনুগত থাকা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। অতএব শেষ সময়ে সে ভাল কাজে লেগে যায় এবং এর উপরই মারা যায়। এটাই হচ্ছে ঠিক রাখা। (তাবারী ১৬/৪৮৩)

সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে অন্য একটি আয়াতের মত :

فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৪) (কুরতুবী ৯/৩৩১)

৪০। আমি তাদেরকে যে শাস্তির কথা বলি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়েই দিই অথবা যদি এর পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটিয়েই দিই - তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।

٤٠. وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ
الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا
الْحِسَابُ

৪১। তারা কি দেখেনা যে, আমি তাদের দেশকে চারদিক হতে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেহ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

٤١. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

শাস্তি দানের মালিক আল্লাহ,

রাসূলের (সাঃ) কাজ হচ্ছে দা'ওয়াত দেয়া

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন : হে রাসূল! তোমার শত্রুদের উপর আমার শাস্তি যে আসবে তা আমি তোমার জীবদ্দশায়ও আনতে পারি অথবা তোমার মৃত্যুর পরও আনতে পারে। فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ তোমার কাজতো শুধু আমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। আর তাতো তুমি করেছ। وَعَلَيْنَا আমাদের হিসাব গ্রহণ এবং তাদেরকে বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব আমার। অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। তবে কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে আল্লাহ তাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবেন। নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর আমারই নিকট তাদের হিসাব-নিকাশ। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ২১-২৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ইবন আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন : তারা কি দেখেনি যে, আমি যমীনকে

তোমার দখলে আনয়ন করেছি? (তাবারী ১৬/৪৯৩) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন : তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, মুসলিমরা কাফিরদের উপর আধিপত্য লাভ করছে? (তাবারী ১৬/৪৯৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقَرْيِ

আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুঃপার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ। সূরা আহকাফ, ৪৬ : ২৭)

৪২। তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহর ইখতিয়ারে; প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন এবং কাফিরেরা শীঘ্রই জানবে শুভ পরিণাম কাদের জন্য।

٤٢. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا
تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسَيَعْلَمُ
الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَىٰ الدَّارِ

কাফিরেরা চক্রান্ত করে, কিন্তু সফল পরিণাম মু'মিনদের জন্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ পূর্ববর্তী কাফিরেরাও তাদের নাবীগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, তাদেরকে বের করে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ
وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (সূরা আনফাল, ৮ : ৩০)

وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَأَنْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عِقَابُهُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে। আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। (সূরা নামল, ২৭ : ৫০-৫১) আল্লাহ বলেন :

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। গোপন আমল, মনের সংশয় প্রভৃতি সবই তাঁর কাছে প্রকাশমান। তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন।

إِنَّا نَكْفُرُ এর কিরা'আত فِي الْكَافِرِ রয়েছে। এই কাফিরেরা এখনই জানতে পারবে যে, ভাল পরিণাম কাদের? তাদের, নাকি মুসলিমদের? নিশ্চয়ই রাসূলের দলের জন্যই রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফল পরিণতি।

অতএব সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই যে, তিনি সর্বদা হক পক্ষীদেরকেই বিজয়ী রেখেছেন।

৪৩। যারা কুফরী করেছে তারা বলে : তুমি (আল্লাহর) প্রেরিত নও; তুমি বল : আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।

٤٣. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

আল্লাহ এবং আহলে কিতাবের জ্ঞানীগণই সাক্ষী হিসাবে রাসূলের (সাঃ) জন্য যথেষ্ট

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন :
كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (হে নাবী!) কাফিরেরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন
ও অবিশ্বাস করছে এবং তোমার রিসালাতকে অস্বীকার করছে, এতে তুমি দুঃখ ও
চিন্তা করনা। তাদেরকে বলে দাও : আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার
সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি স্বয়ং আমার নাবুওয়াতের সাক্ষী। আমার দা'ওয়াত এবং
তোমাদের অবিশ্বাসের উপর তিনিই সাক্ষ্য দানকারী।

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে।
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : 'যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে' এর দ্বারা আবদুল্লাহ
ইব্ন সালামকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কেননা এ
আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর আবদুল্লাহ ইব্ন সালামতো (রাঃ)
হিজরাতের পর মাদীনায় মুসলিম হয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশি প্রকাশমান উক্তি
হচ্ছে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তিটি। তা এই যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী ও
নাসারাদের সত্যপন্থী আলেমদের বুঝানো হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এদের মধ্যে
আবদুল্লাহ ইব্ন সালামও (রাঃ) রয়েছেন। (তাবারী ১৬/৫০২) কাতাদাহ (রহঃ)
বলেন যে, এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ), সালমান ফারাসী (রাঃ),
তামীম আদ দারী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণও রয়েছেন। (তাবারী ১৬/৫০৩) সঠিক
কথা এটাই যে, এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ আলেমকে বুঝানো হয়েছে যিনি পূর্ববর্তী
কিতাবের আলেম। তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের
গুণাবলী এবং আগমনের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। তাদের নাবীগণ তাঁর সম্পর্কে
ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الَّذِي آتَىٰ بِحُجَّتِهِ مَقْتُبًا عَنْهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

সুতরাং আমি তাদের জন্যই কল্যাণ অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে
বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে। যারা

সেই নিরক্ষর রাসুলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৬-১৫৭) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُرُ غُلَمًاؤُا بَنَىٰ إِسْرَءِيلَ

বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা এটা অবগত আছে, এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়? (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৯৭) এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে যা থেকে প্রমাণ মিলে যে, বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা তাদের অবিকৃত পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ থেকে এ খবর জানতে পেরেছিল।

সূরা রা'দ এর তাফসীর সমাপ্ত।